# ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

**প্রতিষ্ঠাতা** আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি **শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ** আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

**ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি** শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **প্রবন্ধক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** জহর দাস ● **হিসাব রক্ষক** বিদ্যাধর দাস ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত ● **অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭,

মেলঃ btgbengali@gmail.com

**বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা** ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

**ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট**
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩
২০২০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।



# ভগবৎ-দর্শন

৪৪ তম বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ দামোদর ৫৩৪ ■ নভেম্বর ২০২০


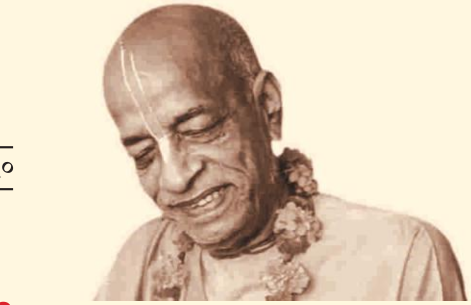

## বিষয়-সূচী


**৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী**

**স্বতন্ত্রভাবে আপনি সুখী হতে পারেন না**

যদি আমাদের সুখী হওয়াই মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমাদের কৃষ্ণের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। এটি বাধ্যতামূলক। আপনি এড়াতে পারেন না। যদি আপনি চেষ্টা করেন, আপনি অসুখী হবেন।

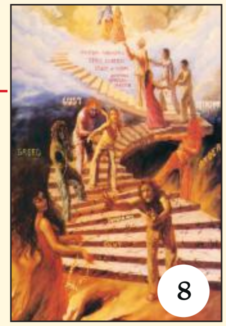
৪

**৬ আচার্য বাণী**

**জড়জাগতিক সমস্যা, আধ্যাত্মিক সমাধান**

সমস্যা আসবে এবং যাবে, কিন্তু যদি আপনি দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন আপনি শুধুমাত্র বিপদ থেকে রক্ষাই পাবেন না, আপনার পারমার্থিক অগ্রগতিও হবে।

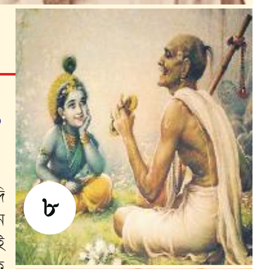
৮

১২

**১০ সাময়িক প্রসঙ্গ**

**কার্তিক মাস ব্রত মাহাত্ম্য**

কার্তিক মাসে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা, শ্রীহরি মন্দির প্রদক্ষিণ, হরিনাম কীর্তন, নৃত্য বাদ্য, শ্রীহরির নৈবেদ্য গ্রহণ ও নিবেদন, কর্পূর অগুরু চন্দন ধূপ শ্রীহরিকে নিবেদন, প্রাতঃস্নান, হরিনাম জপ, তুলসীবন সেবা, প্রদীপ দান ইত্যাদি ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান জীবকে দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে বৈকুণ্ঠ জগতে যাত্রার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

**১৪ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ**

**শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা**

হৃদয় কলুষিত হয়ে পড়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের এবং ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির উদয় হয়েছে। তাই ভগবান ৪নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবতাদের উপাসনা করে। রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রাক্ষসদের এবং তামসিক ব্যক্তিরা ভূত ও প্রেতাত্মাদের পূজা করে।

১৬

২৬

**১৭ পরিচয়**

**মহিমাময় কৃষ্ণনাম**

এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। কেবলমাত্র এই দিব্য নাম গ্রহণ করার ফলে, যেকোন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারে। আর তার জন্য নিরপরাধে নাম গ্রহণ করতে হবে।

**২৩ শাস্ত্র কথা**

**ব্রহ্মসংহিতা**

সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি, তাঁর বিগ্রহ আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরম উজ্জ্বল। সেই বিগ্রহগত অঙ্গ প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিশিষ্ট এবং চিৎ-অচিৎ অনন্ত জগৎ সমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন ও কলন করেন।

**২৫ প্রচ্ছদ কাহিনী**

**শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের প্রস্থান ইসকন তথা বিশ্বের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি**

আমার অনুভব হচ্ছে যে, আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অংশ এবং আমার জীবনের পরম লক্ষ্য হলো তাঁর সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন করা যা শুধুমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার ফলে সম্ভব।

২৭

**বিভাগ**

**৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর**

**সভ্য কাকে বলে? আমরা সভ্য না অসভ্য?**

**১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ**

**সজনে ফুলের কোপ্তা**

**২০ ইসকন সমাচার**

**প্রিয় ইসকন গুরু ও জিবিসি সদস্য শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ অপ্রকট হলেন**

**২৮ ছোটদের আসর**

**ডঃ ব্যাঙের গবেষণা**

**৩০ ভক্তি কবিতা**

**মিথ্যা কথা নয়**

৩১


### আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

# সম্পাদকীয়

## আঘাতকারীকে কি আমাদের ক্ষমা করা উচিত ?

অগণিতবার আমরা ক্ষমাশীলতা গুণ সম্বন্ধে শুনেছি কিন্তু আমরা জানি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের জীবন দুর্বিষহ করার। প্রচেষ্টা যারা করেছে বিশেষভাবে তাদের ক্ষমা করা কত কঠিন। আমাদের মন ক্রমাগত তাদের দেওয়া সেই সকল ভয়ানক মুহূর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমাদের হৃদয় ক্রোধে দগ্ধীভূত থাকে। আমরা মরিয়া হয়ে প্রতিশোধ নিতে চাই। আমরা সোৎসাহে কামনা করি তারাও যেন আমাদের মতো মহা দুর্দশায় পতিত হয়। এই সকল আবেগকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে আমরা সব যুক্তি ব্যবহার করি। কিন্তু খুব কম সময়ই আমরা উপলব্ধি করি যে, এই ভাবনা ও আবেগগুলি আমাদের অনিষ্টকারী লোকেদের ক্ষতি করার চেয়ে আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে।

ঘৃণা, প্রতিশোধ স্পৃহার অনুভবগুলি আমাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। যে আমাদের ক্ষতি করেছে তার দিকে নিক্ষেপ করার আশায় হাতে জ্বলন্ত কয়লা ধরে থাকার সঙ্গে একে তুলনা করা হয়। আমরা কত দিন, কত সপ্তাহ, কত বছর যাবৎ এটি ধরে থাকি উপলব্ধিও করতে পারি না যে, জ্বলন্ত কয়লা অন্যকে নয়, আমাকেই দগ্ধীভূত করছে।

হযতো লোকটি একবার, দুবার বা কয়েকবার আমাদের ক্ষতি করেছে। কিন্তু আমরা প্রতিদিন আমাদের শাস্তি দিচ্ছি। বস্তুতঃ আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের জীবনের রাশ তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। এটি মূর্খের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু যে মুহূর্তে যারা আমাদের প্রতি অন্যায় করেছে আমরা তাদের ক্ষমা করার জন্য একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নেব, আমরা নিজেদের তখনই সেই প্রাণঘাতী বিষের কবল থেকে মুক্ত করবো। ক্ষমশীলতা হলো ক্রোধ, তিক্ততা, বিরক্তি সূচক ভাবনা ও অনুভূতিকে মুক্তি দেওয়ার শিল্প।

ক্ষমাশীলতা অর্থ এই নয় যে আমরা অপরাধীর কর্মকে ক্ষমা করলাম। এর অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে অন্যায় করেছে আমরা পুনরায় নিজেদেরকে সেই ব্যক্তি দ্বারা শোষিত হতে দেব। আমরা সর্বদা সেই অন্যায়কারীর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখব এবং তার সাথে আচরণ করাকালীন চূড়ান্ত সাবধানতা রক্ষা করবো।

যখন আমরা ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন আমরা আমাদের জীবনের একটি খারাপ সময়কে সমাপ্ত করি। আমরা আমাদের সকল নেতিবাচক আবেগগুলিকে মুক্ত করে দিই। স্বস্তি অনুভব করি। আমাদের মন শান্তি লাভ করে। আমাদের জীবনে আমরা অগ্রসর হয়ে যাই।

যদি আমরা মহাত্মাদের জীবনী অধ্যয়ন করি, তবে আমরা দেখি তাঁরা সেই সকল লোককে ক্ষমা করেছেন যারা তাঁদের বিরাট ক্ষতি সাধন করছেন। এর চরম উদাহরণ হলেন অম্বরীশ মহারাজ, যিনি কেবল দুর্বাসা মুনিকেই ক্ষমা করেননি বরং তাঁর কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যা দুর্বাসা মুনির হৃদয়কে পরিবর্তন করেছিল। দুর্বাসা মুনি পরবর্তীতে বলেছিলেন যে, ''ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করা মাত্রই জীব নির্মল হয়, সেই তীর্থপাদ ভগবানের ভক্তদের পক্ষে কি-ই বা অসম্ভব হতে পারে? হে রাজন্, আপনি আমার অপরাধ দর্শন না করে আমার জীবন রক্ষা করেছেন, তাই অত্যন্ত কৃপালু আপনার দ্বারা অনুগৃহীত হলাম।''

ক্ষমা একটি দিব্য গুণ এবং সেই জন্য শাস্ত্রে এটিকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (৯/১৫/৪০) কথিত আছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি ক্ষমাশীল ব্যক্তিদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। ক্ষমাশীলতা শুধু আমাদের অসহনীয় নেতিবাচক আবেগ থেকেই মুক্ত করে না, এটি ভগবানের হৃদয় জয় করতেও সাহায্য করে।

যখন আমরা ক্ষমা করি, আমরা দেখি আমাদের স্বপ্নের অনুবর্তী হওয়ার জন্য আমাদের কাছে অনেক সময় এবং অনেক উৎসাহ রয়েছে। আমাদের জীবন আমাদের কাছে ভগবানের উপহার, একে নষ্ট করা উচিত নয়। ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্য সুন্দর কর্ম করার কাজে আমাদের এই সুন্দর উপহারকে ব্যবহার করা উচিত।

# স্বতন্ত্রভাবে আপনি সুখী হতে পারেন না

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভূপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

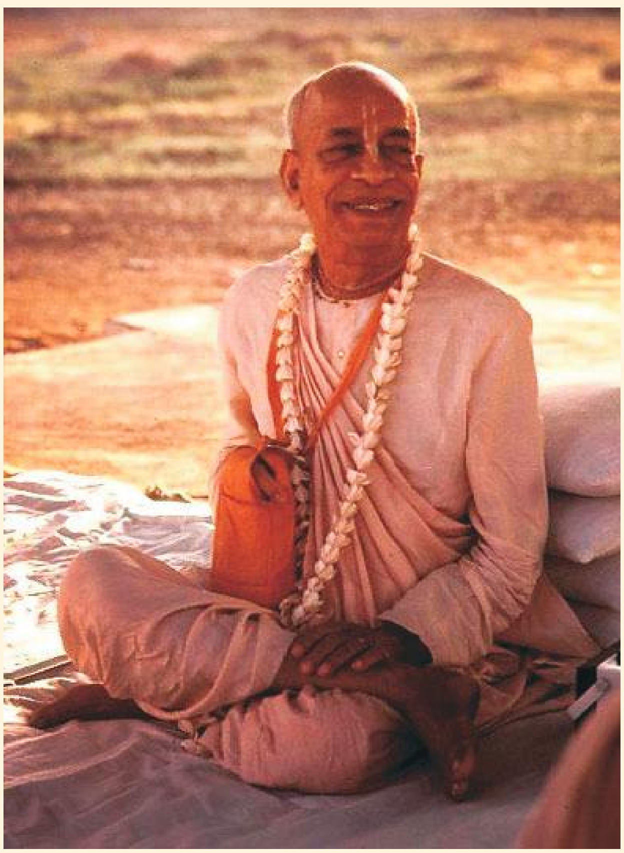

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** (নাস্তিকের ভূমিকায়) আধ্যাত্মিক গুরুকে সন্তুষ্ট করে তোমরা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে পার। সেটা উত্তম। কিন্তু কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট কেন করতে হবে? কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য কষ্ট করার কি প্রয়োজন? উত্তর দাও।

**ভক্ত ঃ** কারণ আমাদের প্রকৃত স্থান হলো আমরা কৃষ্ণের সেবক। আমরা জড় প্রকৃতির মায়ায় পতিত হয়ে তাঁর সেবক রূপী স্থানকে বিস্মৃত হয়েছি।

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** আমরা বিজ্ঞানে অগ্রগতি করছি। এর মাঝে ভগবানকে আনয়ন করার কি প্রয়োজন?

**ভক্ত ঃ** ভগবানের সেবা বিনা আমরা কখনোই শুদ্ধ হতে পারবো না।

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** সেখানেই প্রশ্ন আসে।

**ভক্ত ঃ** প্রত্যেকেই কোন না কোন ব্যক্তির সেবা করে। যেহেতু কৃষ্ণ সকল আনন্দের আধার এবং তিনিই সকল বস্তুর উৎস, কোন সাধারণ ব্যক্তির সেবা না করে আমাদের কৃষ্ণের সেবা করা উচিত।

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** কৃষ্ণের সেবা বিনা, আমি ওয়াইন পান করে আনন্দ পাই। কেন আমি তাঁর সেবা করবো?

**ভক্ত ঃ** সেই আনন্দ চিরস্থায়ী নয়; এটি সাময়িক।

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** কিন্তু আমিও চিরস্থায়ী নই। সুতরাং আমি যখন সম্ভব ওয়াইন উপভোগ করবো।

**ভক্ত ঃ** কিন্তু এ তৃতীয় শ্রেণীর মানসিকতা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবন নিত্য।

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** ‘‘তৃতীয় শ্রেণী’’—তোমার মত, কিন্তু আমার মতে এই ‘‘প্রথম শ্রেণী’’।

**ভক্ত ঃ** শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (১০।১০) কৃষ্ণ বলেছেন, ‘‘যাঁরা ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে নিত্য যুক্ত আমি তাদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।’’ সুতরাং এই আমার অভিলাষ।

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** আমি যেতে চাই না।

**ভক্ত ঃ** আপনি কৃষ্ণের কাছে যেতে চান না?

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** না।

**ভক্ত ঃ** ঠিক আছে, যন্ত্রণা ভোগ করুন।

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** তোমরা আমার উপর যন্ত্রণার ভাব চাপিয়ে দিচ্ছ কিন্তু আমি উপভোগ করছি।

**ভক্ত ঃ** আপনার হাঁটু যন্ত্রণা। এই কি উপভোগ?

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** আমি সেরে উঠছি। এও উত্তম। (হাসি)

**ভক্ত ঃ** শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যে, আমরা দেহের অঙ্গ বিশেষ এবং কৃষ্ণ হচ্ছে উদর। সর্ব অঙ্গ উদরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উদরকে খেতে না দিতে পারে। কিন্তু হাত, পা এবং মুখ ধর্মঘট করে উদরকে খেতে না দিলে তারাই অবশেষে বিনষ্ট হবে।

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** এই হলো সঠিক উত্তর। দেহের প্রতি অঙ্গের উদরের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। যদি আঙ্গুল চিন্তা করে, ‘‘আমি স্বতন্ত্র থেকে সুখী হব,’’ সে সম্ভব নয়। উদরকে অন্ন দিতে হবে, তাহলেই দেহের অঙ্গসমূহ সুখী হবে।

অনুরূপভাবে কৃষ্ণ হলেন মুখ্য ভোক্তা (ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং) তিনি সবার কার্যাবলীর কেন্দ্রে অবস্থান করেন, যেমন এখানে জনগণের কার্যাবলীর কেন্দ্রে রয়েছে এই আফ্রিকার দেশটি। যদি তুমি রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রপতিকে সন্তুষ্ট না কর তাহলে তুমি সুখী থাকতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ আমরা এই পার্কে এসেছি কারণ রাষ্ট্র এটি রক্ষণাবেক্ষণ করছে। আমরা জঙ্গলে যাইনি। সুতরাং যদি আমরা সুখ চাই, আমাদের রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

অনুরূপে যদি আমাদের সুখী হওয়াই মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমাদের কৃষ্ণের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। এটি বাধ্যতামূলক। আপনি এড়াতে পারেন না। যদি আপনি চেষ্টা করেন, আপনি অসুখী হবেন।

**ভক্ত ঃ** আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপরিহার্য অংশ....

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** হ্যাঁ। এমনকি একটি শিশু, সেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবকিছু তার মুখে নিয়ে আসে। সে সবকিছু তোলে, কিন্তু অন্য কোথাও নেয় না। অবিলম্বে মুখে ঢোকায়। কেন সে কানে নেয় না? সে জানে না কোনটা কি, কিন্তু যেই সে কিছু পায় সে মুখে দেয় কারণ তার কাজ খাওয়া। সে জানে—‘‘জিহ্বা স্বাদ নেয় এবং খায়।’’ এর জন্য তাকে শিক্ষা নিতে হয় না।

সুতরাং আমাদের কাজও তাই। শ্রীকৃষ্ণের অপরিহার্য অংশরূপে আমাদের স্বতোপ্রণোদিত হয়ে তাঁর সেবা করাই কাজ। শ্রীকৃষ্ণের সেবা কৃত্রিম নয়। আমাদের স্বাভাবিক জীবন হলো শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসা, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। সেই আমাদের স্বাভাবিক জীবন। শ্রীকৃষ্ণের সেবা বিনা আমাদের জীবন

অস্বাভাবিক, এক উন্মাদের জীবন।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে আসেন স্বাভাবিক জীবনের উপদেশ দিতে। সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ''সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।'' এই হলো স্বাভাবিক জীবন। শ্রীকৃষ্ণের আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তিনি বহু সাহায্যকারী সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু আমার মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসেন এবং বলেন, ''যদি তোমার একটি স্বাভাবিক সুখী জীবনের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমার শরণাগত হও।'' এই হলো তাঁর প্রস্তাব।

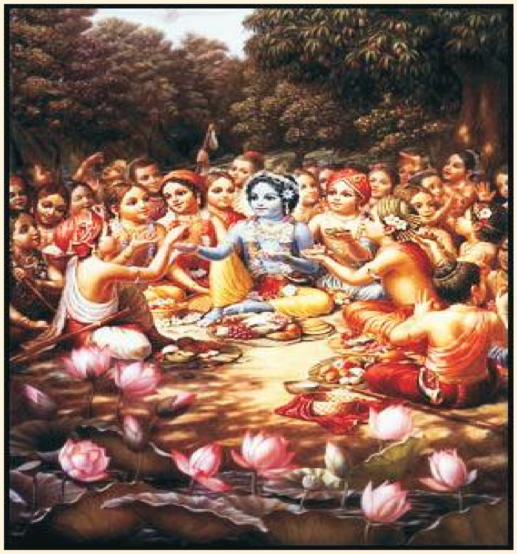

**ভক্ত ঃ** কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের স্বাভাবিক জীবন দান করার জন্য এখানে উপস্থিত নেই। আমাদের কি করা উচিত?

**শ্রীল প্রভুপাদ ঃ** সেইজন্য ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রসমূহ আমাদেরকে আমাদের কৃষ্ণপ্রেম এবং কৃষ্ণসেবারূপ বিস্মৃত কর্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।

আমরা কবে এই পৃথিবীতে এসেছি তা মনে করতে পারি না, কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে আমরা কৃষ্ণকে ভুলে আছি, জীবনের পর জীবন ধরে আমরা দেহ পরিবর্তন করে যন্ত্রণা ভোগ করছি। আমাদের মূল স্থানকে পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ এই মানব জন্মে রয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের সহায়তার প্রয়োজন। সেটি শুধুমাত্র এই বৈদিক শাস্ত্রে পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা ভগবদ্গীতা পাঠ করে যদি এর জ্ঞানের লাভ গ্রহণ না করি এবং খেয়াল খুশিমতো কর্ম করি তাহলে আমাদের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের সহযোগিতা করা আমরা পরিহার করতে পারি না। আপনাকে সহযোগিতা করতেই হবে নতুবা আপনি কখনোই সুখী হতে পারবেন না।

এই দুঃখের অবসান করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য (আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি)।

উদাহরণস্বরূপ, আমি হাঁটুর সমস্যায় কষ্ট ভোগ করছি কারণ আমি এই জড়জগতে আছি, কারণ আমার এই জড়দেহ আছে। সুতরাং আত্যন্তিক—দুঃখ—নিবৃত্তি অর্থাৎ আর জড়জগত নয়, আর জড়দেহ নয় এবং আর কোন দুর্দশা নয়। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের কৃষ্ণকে সহযোগিতা করতে হবে। অন্যথায় আমাদের দুর্দশার পরিসমাপ্তি সম্ভব নয়।

# জড়জাগতিক সমস্যা, আধ্যাত্মিক সমাধান

শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

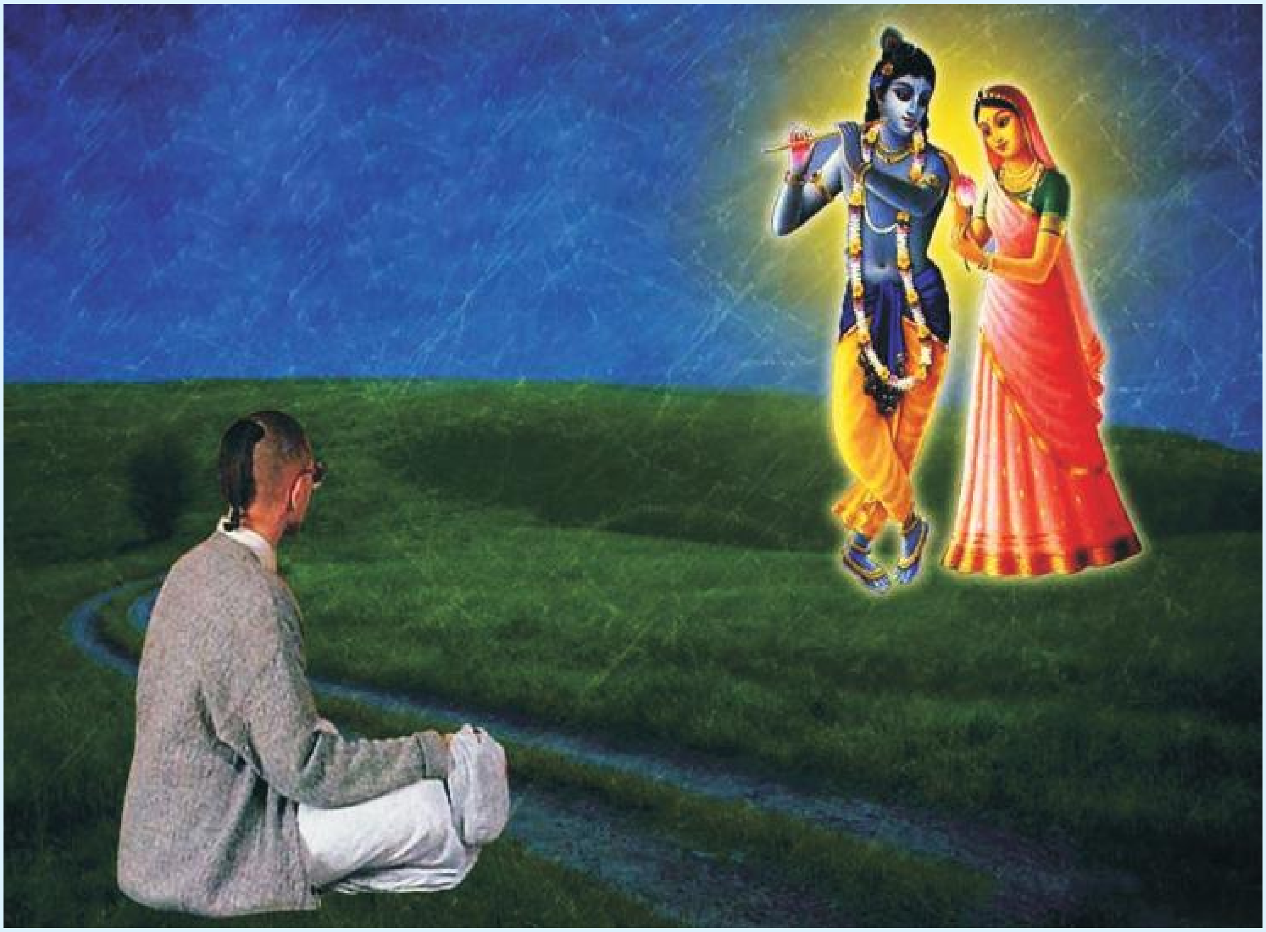

প্রভুপাদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে এটি প্রদর্শন করেছিলেন। চল্লিশ দশকের প্রথমদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, বোমাবর্ষণের ভয় থাকত, কলকাতায় বোমাবর্ষণের একটি ভয় ছিল, জাপানীরা কলকাতায় বোমা বর্ষণ করবে এমন আশঙ্কা ছিল কারণ কলকাতা বৃটিশদের বড় শক্তিশালী ঘাঁটি। সুতরাং জাপানীরা কলকাতায় বোমা ফেলবে এমন ভয় ছিল এবং সেই সময় সবাই কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শহর খালি করে চলে যাচ্ছে, সবাই দৌড়াচ্ছে কলকাতা থেকে সবাই দৌড়ে চলে যাচ্ছে। প্রভুপাদ সেই সময় কলকাতায় ছিলেন। প্রভুপাদ কি করেছিলেন? প্রভুপাদ একটি মৃদঙ্গ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে দিব্যনাম সংকীর্তন শুরু করলেন। প্রভুপাদের বক্তব্য ছিল যে, যদি আমি দিব্য নাম কীর্তন করি তাহলে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করবেন এবং যদি বোমাবর্ষণ হয় এবং যদি আমি মারা যাই তাহলে আমি ভগবৎধামে ফিরে যাবো কারণ দিব্য নাম কীর্তনরত অবস্থায় মারা যাবো, সুতরাং উভয় অবস্থাতেই এটি লাভজনক।

শ্রীকৃষ্ণ যদি রক্ষা করেন অথবা শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা না করেন, আমি মারা যাই তাহলে দিব্য নাম কীর্তনকালীন মৃত্যু হওয়ায় আমি মুক্তিলাভ করবো, ঠিক? জাপানীরা কি কলকাতায় বোমা ফেলেছিল? না, কারণ কি ছিল? কেউ সেই কারণ জানে না, বেশী লোক সেই কারণ জানে না, কেন জাপানীরা কলকাতায় বোমা ফেলেনি। কলকাতায়, বিশেষতঃ ফোর্ট উইলিয়ম অঞ্চলে যা বৃটিশ সেনাবাহিনীর শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল সেখানে বোমাবর্ষণের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল। সুতরাং যখন তারা সর্বত্র বোমাবর্ষণ করছিল, তারা প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও কেন কলকাতায় বোমা ফেলেনি? তারা বোমাবর্ষণ করেনি কারণ শ্রীল প্রভুপাদ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছিলেন। সেটিই আসল কারণ কেন জাপানীরা কলকাতায় বোমা ফেলেনি অথবা শ্রীকৃষ্ণ কলকাতাকে রক্ষা করেছেন কারণ প্রভুপাদ দিব্য নাম সংকীর্তন করছিলেন। এইরূপে আমরা দিব্য নামের শক্তি দেখতে পাই। আশির দশকের মধ্যভাগে রাশিয়ায় সাম্যবাদ স্তব্ধ

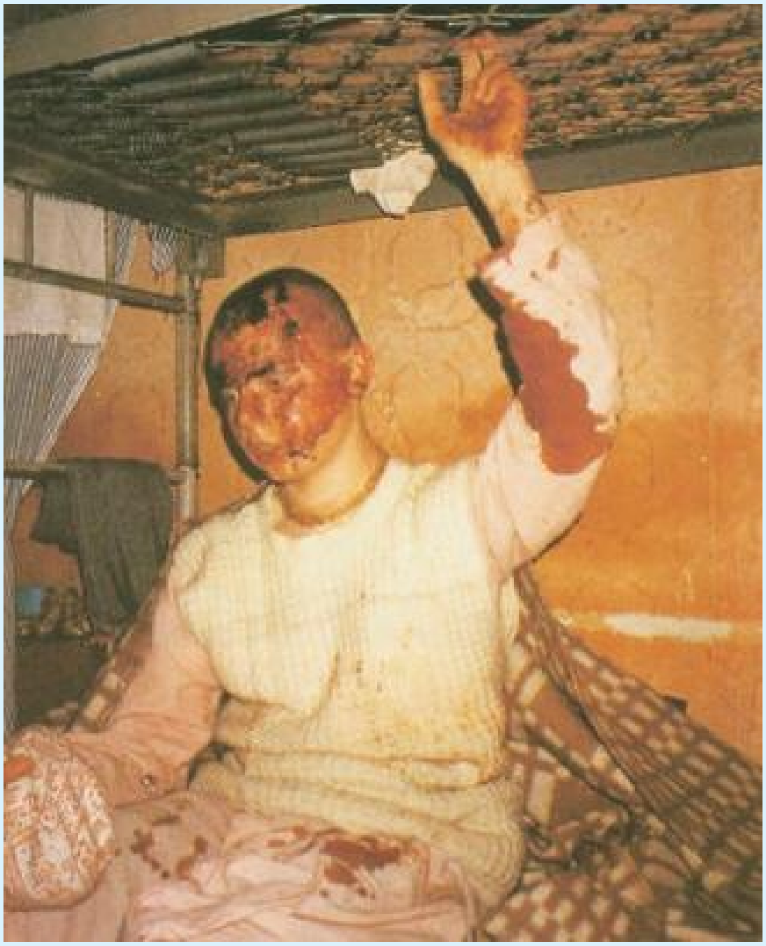

হয়েছিল ।আপনারা জানেন, তার পূর্বে রাশিয়া সাম্যবাদী রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু রাশিয়াতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে বিস্তার লাভ করছিল। রাশিয়ায় কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কারণেই সাম্যবাদ স্তব্ধ হলো এবং রাশিয়া মুক্ত হলো।রাশিয়া উন্মুক্ত হলো।সুতরাং এই হলো দিব্য নামের শক্তি। সাধারণ মানুষ এ কথা বুঝতে পারে না, কিন্তু আমরা ভক্তরা জানি এবং দিব্য নামের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এইভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। এ কি অন্ধ বিশ্বাস? না, এ সত্যি, এ সর্বৈব সত্য। প্রমাণ রয়েছে। আমরা অসংখ্য সুন্দর কাহিনী শুনতে পাই।

একটি ঘটনা হলো, ইউরোপে একটি মেয়ে প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণ করত, আঠারো-উনিশ বছরের একটি কিশোরী এবং এক মাতাল তাকে আক্রমণ করল। সে একা ছিল, সেখানে কোন লোক ছিল না এবং বিশালকায় লোকটি তাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করল। সে জানত না সে কি করবে।এমন নয় যে, সে জানত না কি করবে? সে জানত কি করতে হবে।সে কি করল? সে শুধু কীর্তন শুরু করল নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদ আহ্লাদ দায়িনে এবং লোকটির কিছু একটা হলো, সে ঘুরে দাঁড়ালো এবং চলে গেল।

অন্য একটি ঘটনা, জার্মানীর হামবুর্গে আমাদের ভক্তগণ একটি বিপদসঙ্কুল জেলায় নগর সংকীর্তন করত, সেই অঞ্চলটি মদ্যপে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু ভক্তরা এই ভাবনা করে বার হতেন যে, সর্বাধিক পাপী লোকেরাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপালাভের জন্য সর্বোত্তম গ্রাহক। সুতরাং তারা সেই অঞ্চলে গিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতেন এবং সেই অঞ্চল রাত্রিকালে খুব ব্যস্ত থাকত কারণ পাপীলোকেরা রাতে সক্রিয় থাকে, তারা পান করে, রিপাবান নামক নৈশ ক্লাবে যায়।ভক্তগণ সংকীর্তন করছেন এবং একজন দৈত্যাকৃতি লোক এগিয়ে এসে তাদের আক্রমণ করে। ভক্তগণ জানতেন না কি করবেন, কোথায় যাবেন কারণ তাদের পিছনে ছিল নৈশক্লাবের জানালা এবং শোকেস।তারা দৌড়াতে পারত কিন্তু তারা তা করেনি, তারা নৃসিংহদেবের প্রার্থনা নমস্তে নরসিংহায় কীর্তন শুরু করেন। যে লোকটি তাদের দিকে দৌড়ে আসছিল, তাদের থেকে কয়েক ফুট দূরে থাকা অবস্থায় লোকটির কিছু হলো, তার শরীর শূন্যে উঠে আবার পড়ে গেল। সে দৌড়াচ্ছিল এবং মাটিতে পড়ে গেল। প্রথমে সে লাফালো তারপর কিছু অনুভব করলো এবং অবিলম্বে অ্যাম্বুলেন্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এল। তারা তাকে পরীক্ষা করল এবং বলল তার গুরুতর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, না নৃসিংহদেব তার দায়িত্ব নিলেন? অতএব এইরূপে ভগবান তার ব্যবস্থা করলেন।

আরেকবার ফ্রান্সে এক শক্তিশালী ক্ষমতাবান লোক মাতাল অবস্থায় আমাদের মন্দিরে এসে ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে, সে ভক্তদের গালি দিচ্ছিল। বিকেল বেলায় মন্দিরে তখন একজনই ভক্ত ছিলেন। মন্দিরে আর কেউ ছিল না এবং সেই ভক্তও বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন না। তিনি ছোটখাট চেহারার শীর্ণ পূজারী কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না যে, লোকটির হাতে ছুরি অথবা বন্দুক আছে কিনা, তিনি শুধু ভগবানকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন এবং যদিও তিনি ছোটখাট চেহারার মানুষ ছিলেন আর লোকটি বিশালাকৃতি এবং শক্তিশালী ছিল, সেই ভক্ত সত্যিই লোকটিকে ঠেলে এবং ছুঁড়ে মন্দিরের বাইরে ফেলে দিলেন। পরে তিনি অন্যদের বলেন যে, তিনি জানেন না তিনি কিভাবে এটি করেছেন। তিনি বলেন, তিনি এমন কি বুঝতেও পারেননি তিনি কি করছেন। তাকে যেন কেউ ভর করেছিল এবং

**সমস্যা আসবে এবং যাবে, কিন্তু যদি আপনি দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, আপনি শুধুমাত্র বিপদ থেকে রক্ষাই পাবেন না, আপনার পারমার্থিক অগ্রগতিও হবে। আপনি দেখবেন কিভাবে আপনার হৃদয়ে গভীর কৃষ্ণপ্রেম বিকশিত হচ্ছে এবং এই কৃষ্ণপ্রেমই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য, এই কৃষ্ণপ্রেমই আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য।**

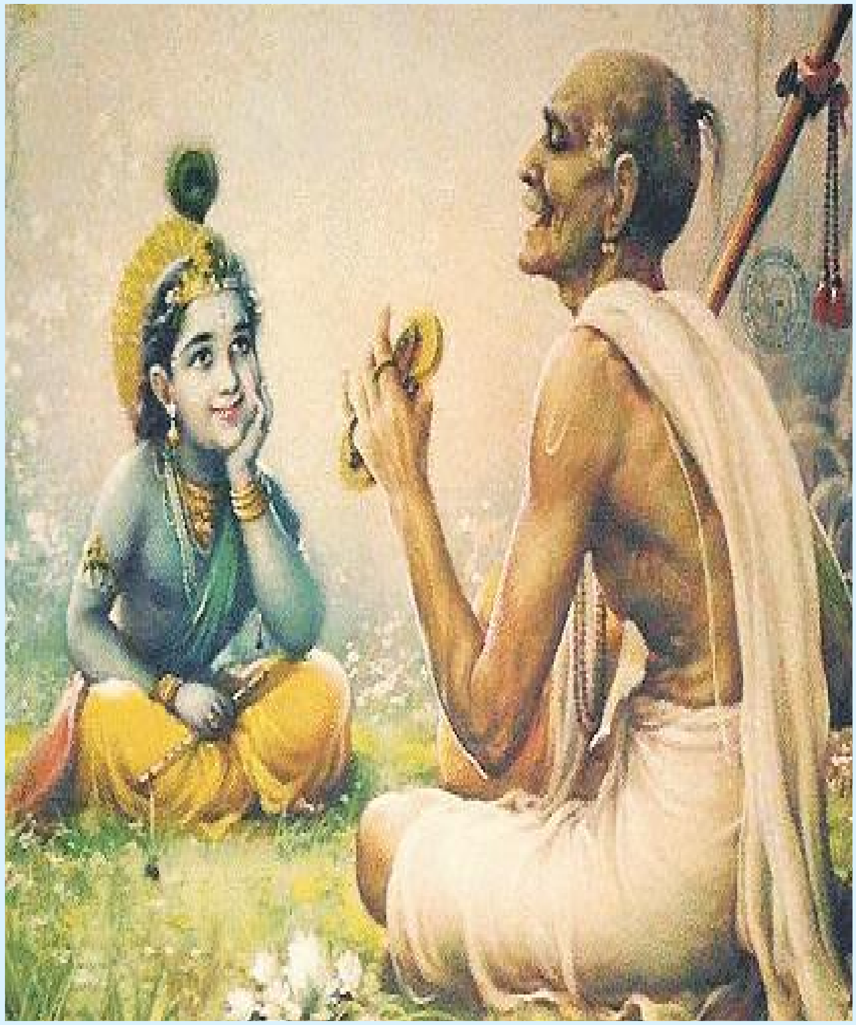

এই কাজ করিয়ে নিয়েছে। এইরূপে ভক্তগণ অসংখ্য আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। যখনই দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, আমি নিশ্চিত আপনারা অনেকেই এইরূপ অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এই অন্তর্নিহিত বিশ্বাস রাখবেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং তার দিব্য নাম অভিন্ন। দিব্য নাম হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আপনি দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করুন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করবেন। শুধু দিব্য নামের আশ্রয় নিন আর কোনকিছু সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করবেন না।

সমস্যা আসবে এবং যাবে, কিন্তু যদি আপনি দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, আপনি শুধুমাত্র বিপদ থেকে রক্ষাই পাবেন না, আপনার পারমার্থিক অগ্রগতিও হবে। আপনি দেখবেন কিভাবে আপনার হৃদয়ে গভীর কৃষ্ণপ্রেম বিকশিত হচ্ছে এবং এই কৃষ্ণপ্রেমই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য, এই কৃষ্ণপ্রেমই আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য।

কখনও কখনও কিছু সমস্যা থাকে কিন্তু সেগুলি আপাত দৃষ্টিতে সমস্যা, সত্য সমস্যা নয়, যেমন পাণ্ডবগণ আপাত দৃষ্টিতে তারা কত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু তারা কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? না, তারা সুসময় ভোগ করেছেন। লোকে ভাবতে পারে যে, আপনার সমস্যা আছে কিন্তু যদি আপনি সুন্দর সময় অতিবাহিত করছেন যেমন কখনও আপনি বনভোজনের জন্য বনে গেছেন, লোকে ভাবতে পারে দ্যাখ ওরা এমন স্থানে গেছে যেখানে খাবার নেই, ঘর নেই, আশ্রয় নেই। কিন্তু আপনি বনে বনভোজন করছেন, আপনার কেমন বোধ হবে? আপনার চমৎকার লাগছে, আপনার অত্যন্ত সুন্দর লাগছে। সুতরাং ভক্তগণ, লোকে ভাবতে পারে যে, ভক্তরা সমস্যার মধ্যে আছে কিন্তু ভক্তরা কোন সমস্যাই বোধ করে না।

যেমন উদাহরণ স্বরূপ, পাশ্চাত্যে আমাদের অনেক ভক্তই অত্যন্ত ধনী পরিবার থেকে এসেছে এবং যখন তাদের বন্ধু ও আত্মীয়গণ এসে দেখে তারা কিভাবে জীবনযাপন করে? আপনি দেখেছেন মন্দিরে ভক্তগণ কিভাবে থাকেন, যেমন তোমরা আছো, তোমরা সবাই প্রায় ২৫ জন একঘরে মাটিতে শোওয়া। কোন খাট নেই এবং তারা ভাবে এরা এত কষ্টে আছে, এদের শোওয়ার জন্য খাট নেই, নিরামিষ খাবার শুধু খায়, নিরামিষ বলতে তারা ভাবে শুধু কিছু শুকনো, সেদ্ধ সবজি এবং চাপাটি। তাদের মনে হয় ভক্তরা কষ্ট করছে কিন্তু সত্যিই কি ভক্তরা কষ্টে আছে? তোমরা সবাই ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে আসছ, তোমরা এই পরিস্থিতিতে আছো। তোমরা কি কষ্টে আছো? না উপভোগ করছো? কিন্তু যে কেউ ভাববে যে, তোমরা কষ্ট করছো। তোমাদের ঘুমানোর জন্য খাট নেই, ঠিক? তোমাদের কোন মনোরঞ্জন নেই, তোমরা চলচ্চিত্র দেখতে যাও না, আমিষ আহার কর না, কিন্তু তোমরা জানো তোমরা কত আনন্দে আছো? তাহলে প্রকৃত মনোরঞ্জন কোথায় থাকে? প্রকৃত মনোরঞ্জন কি আমাদের বাইরের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, না আমাদের হৃদয়ের অবস্থা প্রকৃত মনোরঞ্জন?

প্রকৃত মনোরঞ্জন প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের একটি অবস্থা, যদি হৃদয় আনন্দে থাকে আমরাও আনন্দিত। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন যদি হৃদয়ে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ না থাকে তুমি আনন্দ পাবে না। কেউ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রাসাদে আছে, তার কেমন বোধ হবে? যদিও সে প্রাসাদে অনেক সুবিধার মধ্যে আছে, অনেক অর্থ আছে কিন্তু সে করুণ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে আপাত দৃষ্টিতে সমস্যাজনক পরিস্থিতিতে থাকলেও অন্তরে আনন্দ থাকলে সেখানেই প্রকৃত আনন্দ থাকে।

# আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

**প্রশ্ন ১। মানুষ দিনরাত বুদ্ধি খাটাচ্ছে, পরিশ্রম করছে। অথচ আপনারা বলছেন, কলিযুগের মানুষ নির্বোধ ও অলস। ব্যাখ্যা কি?**

**উত্তরঃ** শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, কলিযুগের মানুষ অলস ও দুর্মতি সম্পন্ন। মন্দাঃ সুমন্দমতয়ঃ। (ভাঃ ১/১/১০) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, যদি কেচিন্ নিরলসা অপি তর্হি নির্বুদ্ধয়ঃ। যদি কেউ নিরলস হয়ে থাকে, প্রচুর পরিশ্রমী হয়ে থাকে, তবুও সে পরমার্থ সাধনে উদাসীন হওয়ার কারণে বুদ্ধিহীন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, চার শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। ১) অলস বুদ্ধিমান (lazy intelligent), ২) কর্মব্যস্ত বুদ্ধিমান (busy intelligent), ৩) অলস বোকা (lazy fool), এবং ৪) ব্যস্ত মূর্খ (busy fool)। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি হলো অলস বুদ্ধিমান। ব্যস্ত মূর্খ খুবই বিপজ্জনক। (হাওয়াই ১৯ জানুয়ারী ১৯৭৪)

১) **অলস বুদ্ধিমান**—এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা জানে যে, জীবন অনিত্য। তাই বেশী কিছু প্রয়াস করা উচিত নয়। আহার, নিদ্রা, দেহরক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে সাদাসিধে কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে হলো। সরলভাবে দিন যাপিত হলেই চলবে। বেশীর ভাগ সময়টি পরমার্থ সঞ্চয়ে নিয়োজিত থাকবো। অন্তিমে নিত্য শাশ্বত আনন্দময় জীবনে উপনীত হতে পারবো।

২) **কর্মব্যস্ত বুদ্ধিমান**—এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা জানে যে, এই জীবনে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, ক্ষমতা, আধিপত্য নিয়েই বাঁচতে হবে। সেই জন্য প্রচুর কর্মব্যস্ত থাকতে হবে। দিনরাত খাটতে হবে। তারপর কোনও দিক ঝামেলা যাতে না হয় সেই জন্য খাটুনীর ফাঁকে ফাঁকে সাধনভজনও চালিয়ে যাবো।

৩) **অলস বোকা**—এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা জানে যে, মরে গেলেই সব শেষ। বেশী মাথা ঘামানোর কিছু নেই। কাজ জুটে তো করবো, না জুটে তো নেই। খাবার জুটলে খাবো, না জুটলে ধোঁয়া কিংবা অন্য কিছু নেশা মুখে দিয়ে দিন কাটাবো। এই জীবনটা কয়টা দিন মাত্র। পরজীবন বলে কিছু নেই। তাই জপ-তপের কোনও বালাই নেই।

৪) **ব্যস্ত মূর্খ**—এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা জানে যে, কর্মই ধর্ম। দিনরাত গাধার মতো খাটতে হবে। অনেক অনেক টাকা জমিয়ে রাখতে হবে। তিল তিল হিসাব রাখতে হবে যাতে এক পয়সাও এদিক-ওদিক খরচ না হয়ে যায়। টাকাই ভবিষ্যৎ। টাকাই আমার জীবন। সারাজীবন টাকাই আমার সাধনা। টাকা যেখান থেকে আসবে, কেবল সেখানেই আমাকে নিযুক্ত হতে হবে। কেননা বুড়ো বয়সে বসে বসে টাকা ভোগ করবো। তাই এখন প্রাণপণে টাকা সংগ্রহ করে যাই, তাতে পাপ-পুণ্য কিছুই আমি তোয়াক্কা করবো না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আপনি এই চার শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে অধিকাংশ মানুষ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তা বিচার করতে পারেন।

**প্রশ্ন ২। সভ্য কাকে বলে? আমরা সভ্য না অসভ্য?**

—**চন্দ্রিকা সরকার**, বনগাঁ

**উত্তরঃ** সভ্য শব্দটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি সভাতে বসবার উপযুক্ত। আভিধানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ছয়টি নাম বা গুণে সভ্য ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। যেমন—

১) সাধু বা ভগবদ্ভক্ত।
২) সজ্জন বা কায়-মনো-বাক্যে যিনি পবিত্র।
৩) ভদ্র বা সর্বোত্তম জ্ঞানে সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব।
৪) সুজন বা অন্যের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষী।
৫) শুচিব্রত বা সাত্ত্বিক আহারে রুচিশীল।
৬) শিষ্ট বা বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী।

অসভ্য শব্দটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি সভ্যতা শিখেনি। ছয়টি নাম বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা অসভ্য ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। যেমন—

১) অসাধু। স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত। (চৈঃচঃ মধ্য ২২।৮৪)
২) অসজ্জন। শিশ্নোদরপরায়ণ (ভাঃ ১১।২৬।৩) কেবল খাবে আর যৌনসঙ্গ করবে।
৩) অভদ্র। অন্যকে হেয় করতে, উদ্বেগ দিতে যার অভ্যাস আছে।
৪) দুর্জন। দূষিত হবার এবং দূষিত করার জন্য অন্যের সাথে বন্ধুত্ব করে।
৫) অশুচি ব্রত। মদ্য-মাংসাদিতে নিষ্ঠা যুক্ত। (গীতা ১৬।১০)
৬) দুষ্ট। শ্রুতি-ত্যক্ত অর্থাৎ বৈদিক নিয়মনীতি গ্রহণ করে না। (জীব গোস্বামী)

**প্রশ্নোত্তরেঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

# কার্তিক মাস ব্রত মাহাত্ম্য

**সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

কার্তিক মাসটির অধিষ্ঠাতা হচ্ছেন ভগবান দামোদর। লক্ষ্মী পূর্ণিমা বা শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা থেকে হৈমন্তী রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়টি দামোদর ব্রত মাস নামে অভিহিত হয়। ভক্তগণ এই মাসে বালক কৃষ্ণের দামোদর লীলা ও তাঁর কুবের পুত্রগণের বৃক্ষজন্ম থেকে উদ্ধার লীলা গান করে থাকেন এবং সর্ব মঙ্গলকর প্রদীপ দান করেন শ্রীদামোদরের প্রীতিবিধানার্থে।

সাধারণ মানব সমাজে এই মাস ধর্মমাস নামে অভিহিত। কম বেশী মানুষ জান্তে অজান্তে ধর্ম আচরণ তথা ভক্তি অনুশীলন করে সুকৃতি অর্জন করে থাকেন।

মুনি ঋষিগণ বলেন, সহজেই মানুষ-জন্ম হয় না। *জন্মকোটি সহস্রেস্তু মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্*। সহস্র কোটি জন্মের সাধনার ফলে দুর্লভ মানুষ-জন্ম লাভ হয়। সেই জন্ম পেয়ে *কার্তিকে নার্চিতো হরিঃ হারিতং তেন জন্ম বৈ*। কার্তিক মাসে শ্রীহরির অর্চন যে করল না, তার জন্ম বিফলে গেল। কার্তিক মাসের মধ্যে কোনও হরিকথা যদি না হয়, হরিপূজা যদি না হয়, হরিভক্তদের যদি দর্শন পাওয়া না যায়, তবে খুব কমপক্ষে দশ বছরের সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়। কার্তিক ব্রত পালন করলে কু-কর্মবশত যে কু-জন্ম লাভ হওয়ার কথা, আর সেই জন্ম পেতে হবে না। কেননা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিময় সংসার চক্র থেকে মুক্তিলাভের পন্থা ব্রতকারীর হস্তগত হয়। তবে বৈষ্ণব অপরাধ, নাম অপরাধ, সেবা অপরাধ ও জীব অপরাধ থেকে সাবধান। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে—

*সাধুসেবা গবাং গ্রাসঃ কথা বিষ্ণোস্তথার্চনম্।*
*জাগরঃ পশ্চিমে যামে দুর্লভঃ কার্তিকে কলৌ।।*

কলিযুগে কার্তিক মাসে ভক্তসেবা, গোজাতির প্রতি খাদ্যদান, শ্রীহরিকথা শ্রবণ, শ্রীহরি বিগ্রহ অর্চন, রাত্রির শেষ প্রহরে জাগরণ দুর্লভ সুযোগ।

কৃষ্ণপ্রিয় কার্তিক মাসে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্ন জল যা-ই দান করা হয়, তাই-ই অক্ষয় হয়। পিতৃগণেরা আনন্দিত হয়ে আশীর্বাদ করে থাকেন।

কার্তিক মাসে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত

আলোচনা, শ্রীহরি মন্দির প্রদক্ষিণ, হরিনাম কীর্তন, নৃত্য বাদ্য, শ্রীহরির নৈবেদ্য গ্রহণ ও নিবেদন, কর্পূর অগুরু চন্দন ধূপ শ্রীহরিকে নিবেদন, প্রাতঃস্নান, হরিনাম জপ, তুলসীবন সেবা, প্রদীপ দান ইত্যাদি ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান জীবকে দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে বৈকুণ্ঠ জগতে যাত্রার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সারা বছরেই ভক্তরা এই সব অনুষ্ঠান কম-বেশি করে থাকলেও কার্তিক মাসের ফল সহস্র গুণ অধিক।

অসমর্থ অসুস্থ ব্যক্তি, যাঁদের পক্ষে প্রাতঃস্নান হাঁটা চলা সমস্যাপূর্ণ, তাঁরাও শ্রীহরি স্মরণ করে মানসে স্নান করে হরিনাম জপ করতে সংকল্প করে থাকেন। যাঁদের কাছে কিছু টাকা পয়সা আছে তাঁরা ভক্তসেবার জন্য, প্রদীপ নিবেদনের জন্য, ভক্তদের ভোজনের জন্য কিংবা ভগবানের সেবা বর্ধনের জন্য অর্থ নিয়োগ করে থাকেন। মন প্রাণ সংযত রেখে অধিক হরিনাম করা আবশ্যক।

দীপদান মাহাত্ম্যে শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে বলা হয়েছে, শ্রীভগবানে অর্পিত দীপ নিজের প্রভা বিস্তার করে দীপদাতার উত্তম জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং পাপরূপ তিমির বিনাশ করে।

**কার্তিক মাসে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা, শ্রীহরি মন্দির প্রদক্ষিণ, হরিনাম কীর্তন, নৃত্য বাদ্য, শ্রীহরির নৈবেদ্য গ্রহণ ও নিবেদন, কর্পূর অগুরু চন্দন ধূপ শ্রীহরিকে নিবেদন, প্রাতঃস্নান, হরিনাম জপ, তুলসীবন সেবা, প্রদীপ দান ইত্যাদি ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান জীবকে দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে বৈকুণ্ঠ জগতে যাত্রার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সারা বছরেই ভক্তরা এই সব অনুষ্ঠান কম-বেশি করে থাকলেও কার্তিক মাসের ফল সহস্র গুণ অধিক।**

কার্তিক মাসে দীপদান সম্বন্ধে নারদীয় পুরাণে বলা হয়েছে, তুলাযন্ত্রে একদিকে সব রকমের দান রাখলে আর অন্যদিকে দীপদান রাখলে, দীপ দানই অধিক ভারী হবে। কার্তিকে দীপ দান প্রভাবে মেরুপর্বত সদৃশ অশেষ পাপরাশি দগ্ধীভূত হয়। কার্তিক মাসে শ্রীজনার্দনকে দীপ দান করার ফলে মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও শুচিতাহীন—সব দোষ বা অপূর্ণতা দূরীভূত হয়ে গুণ বা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

বাংলায় একটা কথা আছে, নাতি স্বর্গে দিবে বাতি। অর্থাৎ পূর্ব পুরুষেরা মনে মনে আশা করে থাকেন, 'আমাদের কর্মদোষে আমরা নরকে যাতনা ভোগ করছি, তাই পৃথিবীতে

আমাদের বংশের কোনও পুত্র বা পৌত্র যদি শ্রীহরিকে কার্তিক মাসে দীপ দান করে, তবে শ্রীহরির কৃপায় আমরাও মুক্ত হয়ে যাবো।'

প্রদীপের বাতিটি শুদ্ধ তুলো দিয়ে বানানো দরকার। ব্যবহৃত তুলো বা রঙ্গিন কাপড়ের হবে না। ঘিয়ের প্রদীপ উত্তম। ঘিয়ের অভাবে তিল, সরষে বা কুসুম প্রভৃতি ভেষজ তেল চলবে। দীপটি চৌকাঠে কিংবা খালি মেঝেতে দিতে নেই। একটি আধার—মাটির বা অন্য ধাতুর পাত্রে থাকবে। জ্বলন্ত দীপ ফুঁ দিয়ে নেভাতে নেই।

কার্তিক অমাবস্যায় দীপমালা বা দীপাবলী অনুষ্ঠিত হয়। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে, শ্রীহরির মন্দিরের ভেতর ও বাইরে যিনি দীপমালা রচনা করেন, তিনি শ্রীহরির পার্ষদত্ব লাভ করেন। পৃথিবীতে তার বংশে উদ্ভূত লক্ষ পুরুষের নরকগতি হয় না। তার পরম ধাম গমনকালে পথমাঝে দেবতারা দীপহাতে তাকে বন্দনা করতে থাকেন। দীপমালা অনুষ্ঠানে দীপের আধার ঘিতে পূর্ণ থাকবে, বাতিটি সুদৃশ্যভাবে জ্বলতে থাকবে।

শ্রীহরির প্রীতি উদ্দেশ্যে জলে বা আকাশে দীপ দান করা হয়। সেই মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ধনধান্য সমৃদ্ধশালী ঐশ্বর্যশালী হবেন। দীপদাতার নয়ন সুশোভিত হবে এবং তিনি ভক্তিপন্থার লোক না হলে পরজন্মে বিদ্বান ও ভক্ত হয়ে জন্মাবেন, আর ভক্ত হলে সর্বকুল উদ্ধার করে শ্রীহরির ধাম প্রাপ্ত হবেন।

মোমবাতি কিংবা বৈদ্যুতিক বাতি আধুনিক সমাজে নিবেদিত হয়। সেটিও আধুনিক পন্থায় কিছুটা মাহাত্ম্যই বটে।

কার্তিক মাসে প্রসাদভোজী মানুষের কথা কি, এমনকি আমিষ ভোজী মানুষেরাও ধর্মের নামে মাছ-মাংস পরিত্যাগ করেন। পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে, কার্তিক মাসে মাছ-মাংস ভক্ষণে লোক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। শাক সবজীর মধ্যে কলমীশাক, বেগুন, আচার, পটোল, বরবটি, সিম, সয়াবীন নিষিদ্ধ।

কার্তিক মাসটি কৃষ্ণপ্রিয়া রাধারাণীর প্রিয় মাস। ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের পূজন ও আরতি, সুগন্ধী ফুল নিবেদন, প্রদীপ দান ও দামোদর গীতের মাধ্যমে রাধাদামোদরের প্রীতি বর্ধন করেন।

# সজনে ফুলের কোপ্তা

**উপকরণ ঃ** সজনে ফুল ৫ কাপ। ছোলার ডাল বাটা ২ কাপ। আদা বাটা ১ টেবিল-চামচ। নুন ও হলুদ পরিমাণ মতো। চিনি ১ চা-চামচ। সরষে বাটা ২ চা-চামচ। পোস্ত বাটা ১ টেবিল-চামচ। কাঁচা লংকা বাটা ১ চা-চামচ। তেল ১০০ গ্রাম। ধনেপাতা বাটা ১ কাপ।

**প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ** সজনে ফুল ধুয়ে নিয়ে মিক্সিতে আধা বাটা করে নিতে হবে। বাটা ডালের সঙ্গে নুন, অর্ধেক লংকা বাটা ও অর্ধেক আদা বাটা দিয়ে মাখিয়ে নিন।

কড়াই উনানে বসিয়ে অল্প তেল দিন। মিশ্রণটি তাতে ঢেলে দিয়ে খুনতিতে নাড়াচাড়া করুন ৫ মিনিট হালকা আঁচে।

একটি থালাতে এই মিশ্রণটি ঢেলে ঠাণ্ডা হতে দিন। তারপর বরফি আকারে ছুরিতে কেটে নিন।

একটা পাত্রে জল গরম করুন। জল ফুটতে থাকবে। তার ভাপে ফুটো করা থালাতে বরফিগুলো দিয়ে ভাপিয়ে নিন।

কড়াই উনুনে বসিয়ে গরম করুন। তারপর তাতে তেল দিন। আদা বাটা, হলুদ, লংকা বাটা দিন। অল্প জল দিয়ে ধনেপাতা বাটা দিয়ে গ্রেভী তৈরি করুন।

সজনে ফুলের বরফিগুলো এবার কড়াইতে দিয়ে দুই মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে নিন।

গরম অন্নের সাথে এই সজনে ফুলের কোপ্তা শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন।

**—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী**

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

সপ্তদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, যারা শাস্ত্র অনুসরণ করেন তারা দৈবগুণসম্পন্ন এবং যারা শাস্ত্রবিধি অমান্য করে খেয়াল খুশিমতো কার্য করে তারা অসুর। কিন্তু যারা শাস্ত্র নির্দেশ না মেনে শ্রদ্ধা সহকারে লোকাচার অনুসারে দেবোপাসনা করে, তারা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত? তাদের শ্রদ্ধা তামসিক, রাজসিক, না সাত্ত্বিক? এর উত্তর ভগবান সপ্তদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বলবেন।

এই অধ্যায়ের বিভাজন

১-৭নং শ্লোকে—মানুষের ভাগ্য ও উপাসনার ধরণ নির্ধারিত হয় তার গুণের প্রভাবে।

৮-১০নং শ্লোকে—বিভিন্ন গুণের খাদ্য

১১-১৩নং শ্লোকে—বিভিন্ন গুণের যজ্ঞ

১৪-১৯নং শ্লোকে—বিভিন্ন গুণের তপস্যা

২০-২২নং শ্লোকে—বিভিন্ন গুণের দান

২৩-২৮নং শ্লোকে—উপসংহার ঃ ওঁ, তৎ, সৎ

১নং শ্লোকের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি অর্জুনের মনে সংশয়ের উদয় হয়েছে কারণ ভগবান গীতা ৪।৩৯ নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন শ্রদ্ধাবান লোকই জ্ঞানলাভ করেন ''শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং''। আবার গীতা ১৬।২৩ যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে কামাচারে বর্তমান থাকে, সে সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ করতে পারে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি শ্রদ্ধা সহকারে কোন নীতির অনুশীলন করে যার উল্লেখ শাস্ত্রে নেই তার কি অবস্থা? যারা একটি মানুষকে বেছে নিয়ে তার উপর বিশ্বাস অর্পন করে এক ধরনের ভগবান তৈরী করে নেয়, তারা কি সত্ত্বগুণ, রজোগুণ কিংবা তমোগুণের বশবর্তী হয়ে আরাধনা করতে থাকে? এই ধরনের লোকেরা কি জীবনে সিদ্ধি লাভের পথে উপনীত হয়? তাদের পক্ষে কি যথার্থ জ্ঞান লাভ করে পরম সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব? যারা শাস্ত্র বিধির অনুশীলন করে না, কিন্তু শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন দেব-দেবী ও মানুষের পূজা করে, তারা কি তাদের প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে? শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। সাধারণতঃ সমাজে পাঁচ ধরনের মানুষ দেখা যায়—

১। যাঁরা শাস্ত্রবিধিও পালন করেন এবং যাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধাও আছে।
২। যাঁরা আংশিকভাবে শাস্ত্রবিধি পালন করেন, কিন্তু যাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধা নেই।
৩। যাঁদের শ্রদ্ধা আছে কিন্তু শাস্ত্রবিধি পালন করতে পারেন না।
৪।যাঁরা শাস্ত্রবিধিও পালন করেন না এবং যাঁদের শ্রদ্ধাও নেই।
৫।যাঁরা অবহেলা করে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করেন।

গীতায় এঁদের গতি শেষে কি হয় এবং কেন করে—সেইগুলি গীতায় কোন্ কোন্ শ্লোকে উল্লেখ আছে তা নিম্নে বর্ণনা করলাম।

উত্তর—১নং–যাঁদের শ্রদ্ধা আছে এবং শাস্ত্রবিধি পালন করেন—এইরূপ ব্যক্তি দুই ধরনের (ক) নিস্কামভাবে কর্ম পালন করে (খ) সকাম ভাবে কর্ম পালন করে।
(ক) ষোড়শ অধ্যায়ের তিনটি শ্লোকে ও সপ্তদশ অধ্যায়ের ১১, ও ১৪-১৭নং ও ২০নং শ্লোকে উল্লেখ আছে।
(খ) দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতার ২।৪২-৪৪ ও ৪।১২, ৭।২০-২২, ৯।২০, ২১, ২৩তম শ্লোকে উল্লেখ আছে।
২) এই সপ্তদশ অধ্যায়ের ১৭।২৮ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে।
৩) এই সপ্তদশ অধ্যায়ের ১৭।২-৪ শ্লোকে উল্লেখ আছে।
৪) গীতার ৭।১৫, ৯।১২, ১৬।৭-২০ এবং ১৭।৫, ৬ ও ১৩ শ্লোকে উল্লেখ আছে।
৫) ১৬।২০ শ্লোকে উল্লেখ আছে।

উপরি উক্ত শ্লোকগুলি পড়লে আমরা সহজেই বুঝতে পারব তাঁরা কেন ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন না এবং না হওয়ার ফলে কি গতি হয়।

ভগবান অর্জুনের প্রশ্ন শ্রবণ করে উত্তর দিতে শুরু করলেন ২নং শ্লোকে যারা বেদ অনুসরণ করে না তাদের স্বভাব জাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার; যথা—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

৩নং- শ্লোকে ভগবান বললেন, সকলের শ্রদ্ধা একই রকম নয়। নিজ নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ অর্থাৎ ভাবের অনুরূপ যে যেভাবের সে সেই গুণের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত আর সেই রকম শ্রদ্ধাবান হবে। তবে শ্রদ্ধা হৃদয়ে থাকে। আর মন, ইন্দিয় ও বুদ্ধিতে থাকে কাম। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন যারই প্রতি শ্রদ্ধা থাকুক না কেন শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয় সত্ত্বগুণ থেকে। কিন্তু হৃদয় কলুষিত হয়ে পড়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের এবং ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির উদয় হয়েছে। তাই ভগবান ৪নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবতাদের উপাসনা করে। রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রাক্ষসদের এবং তামসিক ব্যক্তিরা ভূত ও প্রেতাত্মাদের পূজা করে।

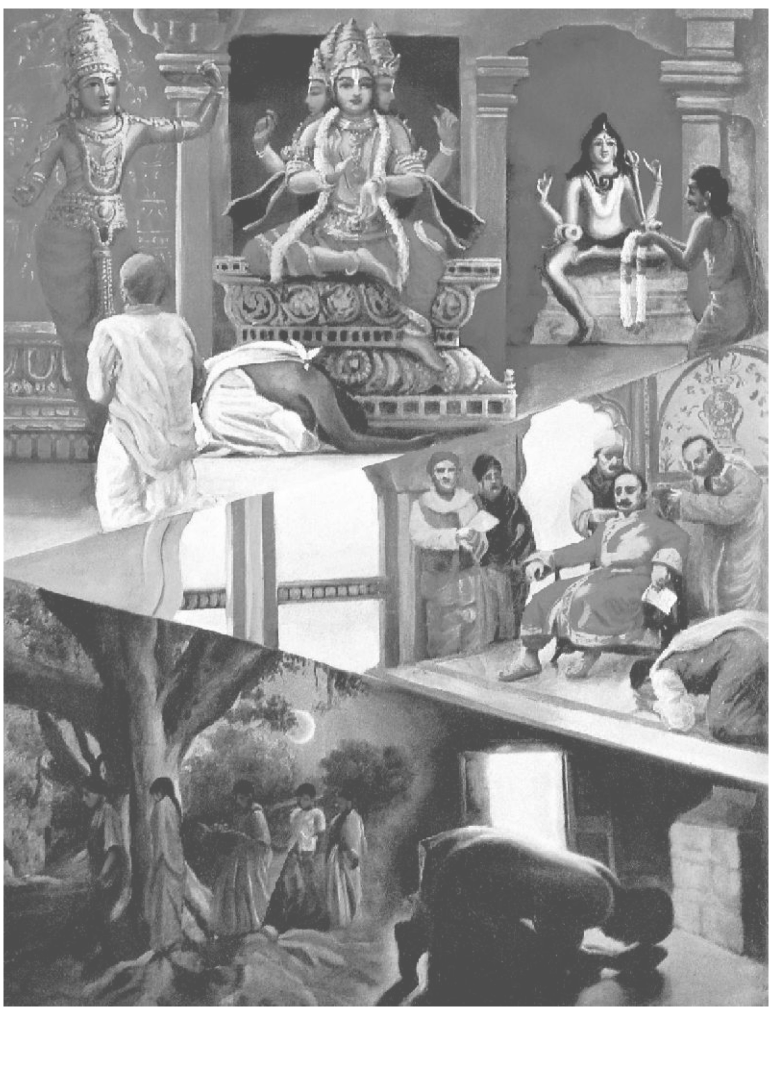

তবে সত্ত্বগুণে বিশেষ করে ব্রহ্মা, শিব, চন্দ্র, ইন্দ্র ও সূর্যদেবের উপাসনা করা হয়ে থাকে।

৫নং ও ৬নং শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন—শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করার ফলে শরীরস্থ পঞ্চভূতও ভগবানকে পর্যন্ত ক্লেশ প্রদান করে।

৭নং শ্লোকে ভগবান বলছেন—সকল মানুষের আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ত্রিবিধ।

৮-২২নং শ্লোকের বিষয়বস্তু—
নিম্নে বোঝাবার চেষ্টা করলাম আহার, যজ্ঞ তপস্যা ও দান।

**৮-১০নং আহার ঃ**

**সাত্ত্বিক—** ১। যা খেলে আয়ু বৃদ্ধি হয়, ২। শুদ্ধতা বৃদ্ধি হয়, ৩। আরোগ্য, বল, সুখ ও প্রীতি লাভ হয়, ৪। রসাল, ৫। স্নিগ্ধ, ৬। উপকারী, ৭। তৃপ্তিকর।

**রাজসিক—**১। অত্যন্ত তিক্ত, ২। অত্যন্ত টক,

লবণাক্ত, ৪।উত্তপ্ত, ৫।কটু, ৬।শুষ্ক, ৭।জ্বালাময়, ৮।রোগ, বিপদ ও দুঃখযুক্ত।

**তামসিক**—১। আহারের তিন ঘণ্টা পূর্বে রান্না করা, ২।স্বাদহীন, ৩।পচা, ৪।অমেধ্য বা দূষিত আহার।

**১১-১৩নং যজ্ঞঃ**

**সাত্ত্বিক**— ১। কর্তব্য বোধে সম্পাদন, ২।শাস্ত্রবিধি অনুসারে সম্পাদন, ৩।কোন প্রকার ফলের প্রত্যাশা না করে।

**রাজসিক**—১। জড় জাগতিক ফলের আশায়, ২।গর্বের বশে ও সম্মান বৃদ্ধি আশায়

**তামসিক**—১। মূর্খের ন্যায় অনুষ্ঠিত, ২। প্রসাদ বিতরণহীন, ৩। বৈদিক ছন্দ-বিহীন, ৪। দক্ষিণা বিহীন, ৫। বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাহীন।

**১৪-১৯নং তপস্যাঃ**

**সাত্ত্বিক**— ১।পারমার্থিক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার সাথে সম্পাদিত, ২।জড় জাগতিক ফলের আশা না করে, ৩।ভগবানের প্রীত্যর্থে

**রাজসিক**—১। গর্বভরে সম্পাদিত, ২। শ্রদ্ধা, মান-সম্মান ও পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায়, ৩।স্থিতি সচল নয়।

**তামসিক**—১। মূর্খের ন্যায় অনুষ্ঠিত, ২। নিজেকে পীড়া দিয়ে, ৩। অপরের ক্ষতি করার বা বিনাশের জন্য।

**২০-২২নং দানঃ**

**সাত্ত্বিক**— ১। প্রতিদানের আশা না করে কর্ত্যবোধে দান করা, ২। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পাত্রে ও উপযুক্ত স্থানে দান করা হয়।

**রাজসিক**—১।প্রতিদানে আশা থাকে, ২। ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ৩।বিরক্তির সাথে করা হয়।

**তামসিক**—১। অশুদ্ধ স্থানে, অশুদ্ধ সময়ে ও অযোগ্য ব্যক্তিকে, ২। মনোযোগ ব্যতিরেকে, ৩।যথাযোগ্য সম্মান ছাড়া দান করা।

৮নং শ্লোক থেকে ২২নং শ্লোক পর্যন্ত আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান এই সকল কর্ম কোন না কোন গুণের দ্বারা কলুষিত তাই কিভাবে তা পরিশুদ্ধ করা যাবে তার জন্য ভগবান ২৩ নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন ওঁ তৎ সৎ উচ্চারণের মাধ্যমে তা চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা যায়।ওঁ তৎ সৎ কি নির্দেশ করে—আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। পুরাকালে ব্রহ্মা যজ্ঞ করার সময় এই তিনটি শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে নির্দেশ করেছিলেন।এছাড়াও যখনই ভগবানের নাম উচ্চারণ করা হয় তখন সাথে সাথে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করা হয়।

ভগবদ্গীতা অনুসারে যে কোন কর্ম ওঁ তৎ সৎ এর জন্যই করা উচিত। ২৪নং শ্লোকে 'ওঁ' এর উদ্দেশ্য পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে সাহায্য করা।২৫নং শ্লোকে 'তৎ' এর ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে মুক্তির জন্য নিরাসক্ত হয়ে কর্ম করা।

হৃদয় কলুষিত হয়ে পড়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের এবং ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির উদয় হয়েছে। তাই ভগবান ৪নং শ্লোকে উল্লেখ করেছেন সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবতাদের উপাসনা করে। রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রাক্ষসদের এবং তামসিক ব্যক্তিরা ভূত ও প্রেতাত্মাদের পূজা করে।

২৬নং-২৭নং—'সৎ' এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভগবান এবং ভগবানের ভক্তের উপভোগের জন্য কর্মসমূহকে উৎসর্গ করতে তা সাহায্য করে। 'সৎ' কথাটির দ্বারা এও বোঝায় পরমতত্ত্বই ভক্তিযোগের লক্ষ্য। এছাড়াও ভগবৎপ্রীতির জন্য সম্পাদিত সব ধরনের যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকেও 'সৎ' বলা হয়। 'সৎ' কর্ম সম্বন্ধে জানার পর স্বাভাবিক ভাবেই অনেকে অসৎ কর্ম সম্বন্ধে জানতে চাইবে তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে আমাদের সকলের অবগতের জন্য জানিয়ে ছিলেন --- পরম-তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে যে কাজই করা হোক না কেন, তাকে বলা হয় 'অসৎ' কর্ম এবং ইহলোকে ও পরলোকে কোথাও তা ফলদায়ক হয় না। বিষয়টি আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

রাহু অমৃত পান করলেন আর শিবজী বিষ পান করলেন, কিন্তু রাহুর সেই কার্য ভগবানকে সন্তুষ্টিবিধান করেনি, ফলে গলা কাটা গেল।কিন্তু শিবজী বিষ পান করলেও প্রশংসিত হলেন, কারণ সৎ কর্ম করেছেন। শবরী ফলগুলো খেয়ে খেয়ে রাখতেন ভগবান রামচন্দ্রের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাই ভগবান ঐ ফলগুলিই খেয়ে তৃপ্তি লাভ করলেন এবং শবরীকে ভগবান কৃপা করলেন এটাই 'সৎ' কর্ম। মুচকুন্দ মহারাজের নিদ্রাও ছিল 'সৎ' কর্ম ভগবানের সন্তুটি বিধানের জন্য আরও কিভাবে ভালোভাবে ভগবানের সেবা করবেন তারজন্য দেবতাদের কাছ হতে বর লাভ করে বিশ্রাম করছিলেন।তাই কালযবনকে পুড়িয়ে দিয়ে—ঘুম থেকে উঠে ভগবানের কৃপা লাভ করলেন এটাই 'সৎ' কর্ম। ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করাই হলো 'সৎ' কর্ম।

# মহিমাময় কৃষ্ণনাম

গোপীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলা ৭।৭৩ শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।"

কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

কীর্তন করার ফলেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের দর্শন লাভ করা যায়। এই পয়ারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অষ্টাদশাক্ষর গোপাল মন্ত্র এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফল বর্ণনা করেছেন। এই দুটি মন্ত্রের মধ্যে শ্রীল জীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মন্ত্র সমূহ প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নাম সমূহ থেকে রচিত। মন্ত্র সমূহ নাম হতে পৃথক, কেননা মন্ত্রে নমঃ বা স্বাহা শব্দটি রয়েছে এবং তাতে কোন মুনি ঋষি বা স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ শক্তি নিহিত রয়েছে। ভগবানের দিব্য নাম সমূহ অবশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করতে সমর্থ। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহ মন্ত্রের চেয়েও অধিক ফলপ্রদ।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন, "গায়ত্রী মন্ত্র পারমার্থিক প্রগতি সম্পন্ন মানুষদের জন্য। কেউ যখন যথাযথভাবে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন। তাই গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করতে হলে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করতে হয় অথবা

যথাযথভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে হয়; এবং তখনই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির অপ্রাকৃত মহিমা হৃদঙ্গম করা যায়।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা গ্রন্থে বিভিন্ন যুগে মুক্তি লাভের জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন মন্ত্র সমূহের বর্ণনা করেছেন। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের অধিবাসীগণ তারক ব্রহ্ম নাম নামে অভিহিত এইসব মন্ত্রের দ্বারা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে ঐশ্বর্যভাবে ভগবানকে সম্বোধন করতেন; এইভাবে ভগবানের দিব্য শক্তি, তাঁর মহত্ত্বের গুণানুবাদ করতেন ও তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। কলিযুগের জন্য নির্ধারিত তারকব্রহ্মনাম হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র, যা প্রেমময় সেবা লাভের জন্য এক নিঃস্বার্থ মন্ত্রয়িত রূপ।

নবীন ভক্ত এবং তত্ত্বজ্ঞ শুদ্ধভক্ত– উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তন করবেন। প্রাথমিক নিষ্ঠাবান ভক্তগণ শুদ্ধতা লাভের সাধন হিসাবে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করেন, পক্ষান্তরে ভজন পারদর্শী বিজ্ঞ ভক্তগণ দিব্য নামে মধুরতম অমৃত আস্বাদন করতে থাকেন।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন হচ্ছে প্রত্যেক জীবাত্মার শাশ্বত বৃত্তি, নিত্য কালের ক্রিয়া। সেজন্য প্রত্যেকের নিত্য কালের সহচর শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নামের প্রতি সুগভীর আসক্তি ও অনুরাগ সৃষ্টির প্রয়াস করা অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ।

এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। কেবলমাত্র এই দিব্য নাম গ্রহণ করার ফলে, যেকোন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারে। আর তার জন্য নিরপরাধে নাম গ্রহণ করতে হবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জৈব ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ''যিনি নিরপরাধে নাম জপ করেন তিনিই বৈষ্ণব।"

চিন্ময় জগতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদগণের মধ্যেও একইভাবে হরিনাম সংকীর্তন বহমান। শাস্ত্রে এমন বহু লীলাবিলাসের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তগণ দিব্য নাম জপ কীর্তন করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন, ''মাতা যশোদা সুগভীর বিরহে অনুক্ষণ আমার নাম কীর্তন করছেন। তিনি যখন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করেন, তখন 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' ধ্বনি তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়। প্রচুর স্বেদ বিন্দু তাঁর শীর্ণ দেহকে আর্দ্র করে তোলে, তাঁর আঁখিদ্বয় থেকে বিগলিত অশ্রুকণায় পরিধেয় বসন সিক্ত হয়ে যায়, আর তিনি এক দৃষ্টিতে মথুরার রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে নিবিষ্ট চিত্তে আমার আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকেন।" (উদ্ধব সন্দেশ)

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদ্যন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।।

সমগ্র বেদে, রামায়ণে, পুরাণ ও মহাভারতের আদি থেকে অন্তে কেবল ভগবান শ্রীহরির মহিমা কীর্তিত হয়েছে। (হরিবংশ)

কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার।।

এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। কেবলমাত্র এই দিব্য নাম গ্রহণ করার ফলে, যেকোন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারে। আর তার জন্য নিরপরাধে নাম গ্রহণ করতে হবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জৈব ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ''যিনি নিরপরাধে নাম জপ করেন তিনিই বৈষ্ণব।''

মঙ্গল লভিতে যার ইচ্ছা আছে মনে
সদা নাম অপরাধ বর্জিবে যতনে।। (প্রেমবিবর্ত)

**জপ করা মানে কি?**

জপ করা মানে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে মনের কথা খুলে বলা।
জপ করা মানে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেবা প্রার্থনা করা।
জপ করা মানে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আপনার সম্মুখে উপস্থিত আছেন এমনটি অনুভব করা।
জপ করা মানে, শ্রীকৃষ্ণ আপনার জিহ্বায় শব্দ রূপে নিত্য করছেন এমন অনুভব করা।
জপ করা মানে, জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধি ও ত্রিতাপ ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার পন্থা গ্রহণ করা।

তাই আমাদের হরিনাম জপ করতে কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়।

একবার শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর অনুগামী একজন গৃহস্থ ভক্ত তাঁর কাছ থেকে সিদ্ধ প্রণালী প্রার্থনা করেন। বাবাজী মহারাজ উত্তরে বলেন, ''হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই সিদ্ধ প্রণালী। এই মন্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধরূপ এবং সকল জীব সত্তার শুদ্ধরূপ নিহিত আছে। তুমি যদি শুদ্ধভাবে মহামন্ত্র জপ কর, তাহলে মহামন্ত্রের দিব্য অক্ষর সমূহ ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ, গুণ এবং লীলা প্রকাশ করবে। জপের প্রভাবে তোমার নিজের সিদ্ধ দেহ, সেবা এবং তোমার চিন্ময় দেহের এগারটি বৈশিষ্ট্যও প্রকাশিত হবে।''

শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম কেমনভাবে নাম গ্রহণকারীকে চিদ্দেহ প্রদান করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তা ব্যাখ্যা করেছেনঃ-

প্রেমের কলিকা নাম অদ্ভুত রসের ধাম
হেন বল করয়ে প্রকাশ ।
ঈষৎ বিকশি পুনঃ দেখায় নিজ রূপ-গুণ
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ পাশ।।
পূর্ণ বিকশিত হঞা ব্রজে মোরে যায় লঞা
দেখায় মোরে স্বরূপ বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া কৃষ্ণ পাশে রাখে গিয়া
এ দেহের করে সর্বনাশ।।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

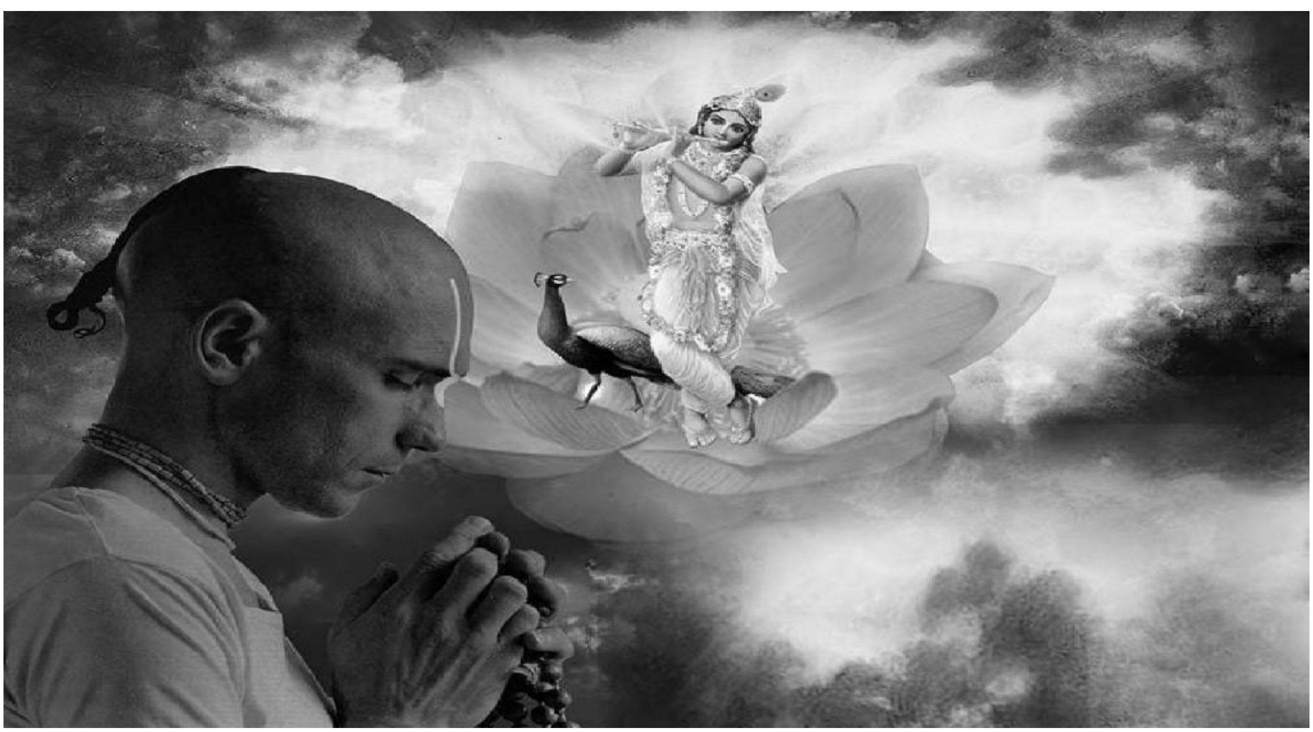

# বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

## প্রিয় ইসকন গুরু ও জিবিসি সদস্য শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ অপ্রকট হলেন

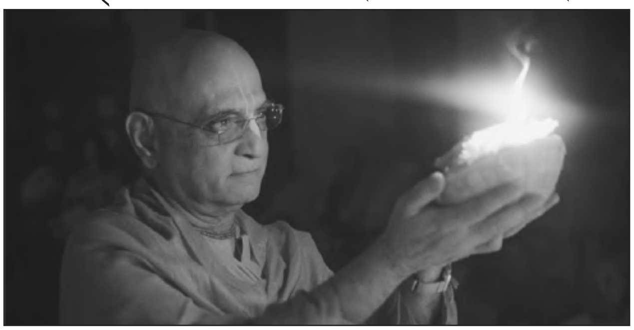

শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী, শ্রীল প্রভুপাদের একজন প্রিয় শিষ্য, জিবিসি সদস্য, ইসকন দীক্ষা গুরু এবং একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ৪ঠা গত জুলাই প্রাতঃকালে অপ্রকট হয়েছেন। অপ্রকটকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

তাঁর তিরোভাব দিবসটি দৈবঘটনাক্রমে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব দিনটির সঙ্গে মিলে যায়, সেটি ছিল চার্তুমাস্যের প্রথম মাস এবং গুরুপূর্ণিমা উদ্‌যাপনের দিন।

জিবিসি এক্সিকিউটিভ কমিটির বিবৃতিতে রামাই স্বামী, ভক্তিচৈতন্য স্বামী এবং ভানু স্বামী লেখেন, ‘‘চরম বিপর্যয় এবং হৃদয় বিদারক অবস্থার মধ্যে আপনাদেরকে বলছি যে, আমাদের গুরুভ্রাতা এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম সেবক শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী অপ্রকট হয়েছেন।’’

‘‘তাঁর মতো পরম বৈষ্ণবের সঙ্গে বিচ্ছেদ বর্ণনা করার কোন ভাষা নেই, কিন্তু আমরা এই ভেবে কিছু সান্ত্বনা পাই যে, শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের লক্ষ্য এবং সেবাতে সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন। নিঃসন্দেহে এখনো তিনি তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ মতো সেবা করে যাচ্ছেন।

অনুত্তম দাস, যিনি ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের সঙ্গে জিবিসি এবং মায়াপুর এক্সিকিউটিভ কমিটিতে কাজ করেছেন, তিনি বলেন, ‘‘ভক্তিচারু স্বামী শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম প্রিয় শিষ্য ছিলেন। যদিও তিনি ইসকনে আসেন শ্রীল প্রভুপাদের ভৌতিক উপস্থিতির পরবর্তী বৎসরগুলিতে এবং খুব তাড়াতাড়ি তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রভুপাদের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রভুপাদের শেষের সময়টিতে তিনি খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সদা সর্বদাই আমাদের এই হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনের এক প্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি আমাদের পরমপ্রিয় ছিলেন আর তাই আমরা তাঁর খুব অভাব বোধ করবো।’’

সাম্প্রতিককালে ভক্তিচারু স্বামীর অবস্থান ক্ষেত্র উজ্জয়িনী, ভারতবর্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাতে যান। তাঁর অসুস্থ হওয়ার কিয়ৎকাল পরেই তাঁকে ১৭ই জুন ভেন্টিলেটারে স্থাপন করে। সেখানে তিনি গভীর চিকিৎসা পর্যবেক্ষণে ছিলেন এবং অন্য দিকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ভক্তগণ তাঁর আরোগ্যের জন্য তীব্র প্রার্থনা এবং অনলাইন কীর্তন সংগঠিত করেন।

২৯শে জুন মহারাজের চিকিৎসা দল বলেন, মহারাজের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক এবং তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ৪ঠা জুলাই সকালে চিকিৎসক দল লেখেন, ‘‘শ্রীমদ্ ভক্তিচারু মহারাজের শরীরের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে এবং ডাক্তার বলেন যে, তারা মহারাজকে সর্বোচ্চ জীবনদায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থাতে দিয়েও সাড়া পাচ্ছেন না’’। পরিশেষে সকাল বেলায় শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ পৃথিবী থেকে প্রস্থান করেন।

যদিও কোভিড-১৯ সুরক্ষার কারণে কোন ভক্ত তাঁর কাছে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারেনি কিন্তু তাঁর চতুর্দিকে সমস্ত পবিত্র বস্তু রক্ষিত ছিল। যখন মহারাজ হাসপাতালে ভর্তি হন তখন তিন খণ্ডের শ্রীমদ্ভাগবতম ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা তাঁর কাছে সারাক্ষণ ছিল। তিনি কণ্ঠিমালা, ব্রাহ্মণ উপবীত, বৃন্দাবনের রজ, তুলসীপাতা এবং গঙ্গাজল তাঁর সঙ্গে রেখেছিলেন। ভক্তরা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইসকন কেন্দ্রগুলিতে এক কীর্তন মহাযজ্ঞের আয়োজন করে।

রামাই স্বামী, ভক্তিচৈতন্য স্বামী এবং ভানু স্বামী পরিশেষে তাদের এক্সিকিউটিভ কমিটি বিবৃতিতে এই শব্দগুলি সহযোগে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করেন—

‘‘এখন আমাদের মহারাজের প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপন তখনই হবে যদি আমরা তাঁর সেবাভাবটি আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। আসুন আমরা কায়, মন, বাক্যে প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় যেন তাঁর প্রিয় শিষ্য ভক্তিচারু স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি।

তাঁর পরম আরাধ্য গুরুদেবের কাছ হতে প্রাপ্ত মহারাজের পরমপ্রিয় নির্দেশটি ছিল, আমার প্রতি তোমাদের প্রকৃত ভালবাসা তখনই হবে যখন তোমরা আমার অপ্রকটের পর একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করবে। এখন মহারাজের অবর্তমানে হৃদয়ে সেই নির্দেশটিকে ধারণ করে সেটি ইসকনের জন্য এবং অন্যত্র সমর্পন করবো।

আমরা মহারাজের সেবক হিসাবে এও প্রতিজ্ঞা করছি যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রিয় শিষ্যবর্গের সহায়তা এবং যত্ন করবো। মহারাজের কাছে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সেবাতে একটি পরিবার হিসাবে কাজ করেছি এবং তাই আমরা আবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে, যদিও মহারাজ আজ ভৌতিকভাবে বর্তমান নেই কিন্তু আপনারা বহু ভক্তদ্বারা সুরক্ষিত যারা আপনাদের বর্তমান কঠিন সময় এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং সুরক্ষা প্রদান করতে সদা জাগ্রত।

## ভাদ্র প্রচার অভিযান
## সমগ্র বিশ্বে ২৩,০০০ ভাগবত সেট বিতরণ করল

২০২০ বিশ্বব্যাপী ভাদ্র প্রচার অভিযানে ভক্তরা তাদের ১০,০০০ লক্ষ্যমাত্রাকে তুচ্ছ করে গত বৎসরের তুলনায় তিনগুণ শ্রীমদ্ভাগবত সেট বিতরণ করল সমগ্র বিশ্বের ২২টি দেশ এবং ১৫০টি মহানগর কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের আশঙ্কা সত্ত্বেও এই প্রচার অভিযানে অংশ গ্রহণ করে ২৩,০০০ এরও বেশী শ্রীমদ্ভাগবত সেট বিতরণ করেছে।

ভাদ্র প্রচার অভিযান ২০১৭ সালে শুরু হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১২/১৩/১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা, ''যদি কেউ ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে সোনার সিংহাসনে শ্রীমদ্ভাগবত স্থাপন করে কাউকে উপহার হিসাবে দান করে তাহলে সে পরম গতি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ধাম লাভ করে।'' এই ব্যাখ্যাতে উৎসাহিত হয়ে এই ভাদ্র প্রচার অভিযান শুরু হয়।

এই অভিযানটি শ্রীল প্রভুপাদ পরিচালনা করছেন, যিনি ১৯৭৭ সালের একটি পত্র দ্বারা ভক্তদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন, ''আমি চাই প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে একটি শ্রীমদ্ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ণ সেট থাকবে।''

এই বছর অভিযান শুরু হয় বৈশেষিক প্রভুর দ্বারা, যিনি গ্রন্থ বিতরণের বিশ্ব প্রচারক কর্তা যেটি অতিমারীর পূর্বে মায়াপুরের জিবিসি সভাতে প্রদর্শিত হয় ফেব্রুয়ারী মাসে।

ভারতবর্ষ বিস্ময়কর ভাবে ১৭,৪৪৪ সেট বিতরণ করে শীর্ষ তালিকাতে থাকে, তারপর উত্তর আমেরিকা ৪,২১৮ সেট। এছাড়াও আফ্রিকা, ওসিয়ানিয়া এবং ইউরোপেও শতাধিক সেট বিতরিত হয়।

যেখানে সমগ্র বিশ্বে কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রকোপে কোথাও দরজা দরজা গিয়ে বিতরণ বা বুক টেবিল লাগানো যায়নি কিন্তু ভক্তরা শুধুমাত্র দূরভাষের সাহায্যে জনসংযোগ করে এবং ইসকন কেন্দ্রগুলিতে সংযোগ করে এবছর প্রচারাভিযান চালায়।

প্রচার অভিযানটি ভাদ্রপূর্ণিমাতে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায় যখন ২রা সেপ্টেম্বর ''ভাদ্র দান যজ্ঞ'' সম্পন্ন হয় এবং তাতে সমগ্র অংশগ্রহণকারী এবং ভাদ্র প্রচার অভিযানের দাতাদের নাম যজ্ঞে উৎসর্গ করা হয়। এই যজ্ঞটি দক্ষিণ ভারতের ভগবান নৃসিংহদেবের লীলাভূমি অহোবিলমে কোভিড সুরক্ষার সঙ্গে পালিত হয়। পূর্ণ রূপে এই অভিযানটি ছিল সকলের জন্য মঙ্গলময়। বৈশেষিক প্রভু বলেন, অনেক গ্রহীতার কাছে এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণটি ছিল জীবন পরিবর্তনকারী অভিজ্ঞতা।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফ্লোরিডার সেন্ট অগাস্টিনে দুই ভাই একটি ভাগবত সেট গ্রহণ করেন, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে শুরু করেন, পড়েন এবং প্রবীণ ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে নিরামিষভোজীতে পরিণত হন। তারা ঘোষণা করেন যে, তাদের পিতা-মাতাও আর মাংস আহার করেন না এবং তাদের মা এই পরিবর্তনে খুব উৎসাহিত। এমনকি তারা শ্রীমদ্ভাগবতের একটি সেট দানও করেন এবং সেটি নিজেরা বিতরণের জন্য বহন করে নিয়ে যান। এমন বহু ঘটনা ভাদ্র প্রচার অভিযানকালে ঘটেছে। এদিকে ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অসীম কৃপা চমৎকার অবলোকন করেছেন।

## TOVP' র নির্মাণ কার্য পুনরারম্ভ হলো

ভারতবর্ষে লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ ছয় মাসের বেশী নির্মাণ কার্য বন্ধ থাকার পর TOVP' র নির্মাণ কার্য পুনরায় শুরু হলো।

অম্বরীশ দাস প্রভুর নেতৃত্বে ২৯শে আগস্ট শ্রীশ্রীবামনদেবের আবির্ভাব দিবসের পুণ্য তিথিতে একটি বিশেষ যজ্ঞের মাধ্যমে TOVP' র নির্মাণ দল তেমনি যজ্ঞে প্রার্থনা করেন যে, তাদের প্রয়াস, প্রার্থনা এবং সমস্ত সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কৃপাতে আগামী তিন বছরের মধ্যে TOVP'র নির্মাণ সম্পন্ন হবে এবং আমাদের পরম প্রিয় শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীবিগ্রহগণ তাঁদের নতুন গৃহে স্থাপিত হবেন।

তাদের পরবর্তী সাফল্যের মুকুটটি হচ্ছে TOVP তে শ্রীল প্রভুপাদের নতুন শ্রীবিগ্রহের মহা ঐতিহাসিক স্থাপনা। যা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তার ১২৫তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী মহোৎসবের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

ফেব্রুয়ারী ২৫—নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী / বিশ্বব্যাপী প্রভুপাদ অভিষেক।

ফেব্রুয়ারী ২৬—শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের সমাধি উদ্বোধন।

ফেব্রুয়ারী ২৭—শ্রীল প্রভুপাদের নতুন মূর্তি স্থাপন।

## খাদ্য সহায়তায় ইসকন ভারতবর্ষ এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী পাঁচ কোটি জনের খাদ্য বিতরণ করলো

কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বব্যাপী অতিমারীতে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) বিশ্বব্যাপী সহায়ক হিসাবে সেবা করে চলেছে। খাদ্য বিতরণের বেশির ভাগই ভারতবর্ষের ইসকন করছে। এতে তারা মার্চ মাসের শুরু থেকে ৮ই জুন দেশে আনলক প্রথা শুরু হওয়া পর্যন্ত ২২টি রাজ্যে ৭৫টির বেশী কিচেনের সাহায্যে পাঁচ কোটির বেশী ভোজন এবং উত্তমমানের শুকনো খাবারের প্যাকেট সরবরাহ করেছে।

ইসকন ভারতবর্ষের আশ্রমিক সন্ন্যাসীবর্গ, সেচ্ছাসেবকরা এই সমস্ত ভোজন অতি দরিদ্র, উনিক আয়ের পরিবারবর্গ, পরিযায়ী শ্রমিক, অত্যাবশ্যকীয় শ্রমিক এবং আদিবাসী উপজাতিগণের মধ্যে বিতরণ করে। ইসকন মন্দিরের দশ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন ক্ষুধার্ত বা অভুক্ত না থাকে।

ইসকনের বৃহত্তম রান্নাঘরটি দেশের রাজধানী দিল্লীতে যেখানে প্রত্যহ ২,৫০,০০০ জনের ভোজন তৈরী হয়। এর পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি এবং ব্যাটারী পরিচালিত ৩০০ জিপিএস সমন্বিত গাড়ীর সাহায্যে সময় মতো ভোজন সরবরাহ করা হয়। ভারতবর্ষের কেরালাতে ইসকন প্রত্যহ ৭০০ জন পুলিশ আধিকারিকদের ভোজন সরবরাহ করেছে। বিখ্যাত ক্রিকেট তারকা সৌরভ গাঙ্গুলী বৃহৎ মানের আর্থিক সহায়তা করেন এবং টুইট করে বলেন, ‘‘সামাজিক সেবা প্রদানের জন্য ইসকনকে ধন্যবাদ’’ এবং এর কারণে ইসকন কোলকাতা দ্বিগুণ সংখ্যক ভোজন যা ঐ সময়ের জন্য প্রত্যহ ২০,০০০ ভোজন বিতরণ করেছে।

খাদ্য বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে ইসকন খাদ্যসহায়ক কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে মাস্ক এবং স্যানিটাইজারও সরবরাহ করেছে। দিল্লী সরকার এই সময়ের জন্য ইসকনকে ‘‘মুখ্য এনজিও’’ হিসাবে মনোনীত করে এবং ইসকন একাধারে সরকার এবং অন্য দিকে জেলা এনজিওগুলির সঙ্গে সমন্বয়কারী হিসাবে খাদ্য সহকারী প্রকল্পে কার্য্য করতে থাকে। এই খাদ্য সহায়ক কর্মকাণ্ডটি ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার সমর্থন করেন এবং এর ভূয়যী প্রশংসা করেন।

বিশ্বের অন্য প্রান্তে যেখানে এখনো লকডাউন চলছে যেমন, যুক্তরাজ্যে হরে কৃষ্ণ ফুড ফর অল প্রোগ্রাম লণ্ডনে ৫৫০০ লোককে প্রত্যহ ভোজন বিতরণ করছে।

ফ্লোরিডার অরল্যাণ্ডোতে বেদ ফাউন্ডেশন তাদের স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে, প্রথম শারীর কর্মীগণ, পুলিশ এবং দমকল কর্মীদের খাদ্য বিতরণ করছে।

ভলুসিয়া কাউন্টির শেরিফ মাইকেল চিটউড লেখেন, ‘‘ভারতবর্ষের চাউমিন, ফ্রায়েডরাইস এবং পিজ্জা খুব ভাল। কিন্তু কাপ কেক ছিল অসাধারণ’’। বেদ ফাউন্ডেশন প্রত্যহ ২৫০ করে আজ পর্যন্ত বাহান্ন হাজারেরও বেশী ভোজন সরবরাহ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেনসিলডে ফ্লোরিডাতে কৃষ্ণলাঞ্চ স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রত্যহ ১০০ জনের ভোজন সরবরাহ করছে।

ইসকন নিউইয়র্ক স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রত্যহ ভোজন সরবরাহ করছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের বিতরণ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করছে।

আরও বহু ইসকন সম্প্রদায় সামান্য হলেও সমগ্র বিশ্বব্যাপী ভোজন সরবরাহ করছে।

# ব্রহ্মসংহিতা

**অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি**
**পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি**
**আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য**
**গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। ৩২।।**

সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি, তাঁর বিগ্রহ আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরম উজ্জ্বল। সেই বিগ্রহগত অঙ্গ প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিশিষ্ট এবং চিৎ-অচিৎ অনন্ত জগৎ সমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন ও কলন করেন।

**অঙ্গানি যস্য সকল-ইন্দ্রিয়-বৃত্তিমন্তি**—অঙ্গানি (অঙ্গ সমূহ) সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি (সব ইন্দ্রিয়েরও বৃত্তিযুক্ত) যাঁর প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে। আমরা যেমন চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, জিহ্বা দিয়ে আহার্য আস্বাদন করি। কিন্তু, আমরা চোখ দিয়ে খাবার খেতে পারি না, চোখ দিয়ে কোনও কথা শ্রবণ করতে পারি না, কান দিয়ে কিছু ভোজন করতে পারি না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পারেন। অঙ্গানি সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি। একটা ইন্দ্রিয়ই অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করতে পারে। যে কোনও ইন্দ্রিয় অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে।

**পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি**—পশ্যন্তি (দর্শন করেন), পান্তি (পালন করেন), কলয়ন্তি (নিয়মন বা নিয়ন্ত্রণ করেন) চিরং (চিরকাল) জগন্তি (ব্রহ্মাণ্ড সমূহকে)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত চিন্ময় জগৎ এবং অনন্ত জড় জগৎ সমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন ও নিয়ন্ত্রণ করছেন।

**আনন্দ-চিন্ময়-সদ্-উজ্জ্বল বিগ্রহস্য**– আনন্দময়, চিন্ময়, সন্ময় উজ্জ্বল শরীরের। আনন্দ (আনন্দময়) চিন্ময় (চিৎময়) সদ্ (নিত্য) উজ্জ্বল (অতিশয় শোভমান) বিগ্রহস্য (বিশিষ্ট রূপ সমন্বিত দেহ যাঁর)।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, জড় জ্ঞানে আবদ্ধ ব্যক্তিদের একটি বিষম সংশয় উদিত হয়। কৃষ্ণলীলা বর্ণনা শুনে তারা সেসব কল্পনা মনে করে। ব্রহ্মা বলছেন, কৃষ্ণের শরীরটি সচ্চিদানন্দময়। তাঁর বিশেষ রূপ ও বিচিত্রতা নিত্য বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণের নাম, শ্রীকৃষ্ণের ধাম, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শ্রীকৃষ্ণের গুণ, শ্রীকৃষ্ণের লীলা সচ্চিদানন্দময়। তাই শুদ্ধ চিন্ময় বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে কেবল কৃষ্ণলীলা আস্বাদনযোগ্য হয়। জড়বদ্ধ জীবের দেহ ও আত্মা আলাদা আলাদা। চিৎস্বরূপে দেহ ও আত্মা কোনও ভেদ নেই। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত একজন ব্যক্তি। তাঁর প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণ কৃষ্ণ। সমস্ত চিন্ময় কার্য তাঁর সমস্ত অঙ্গে আছে। তিনি অখণ্ড পূর্ণ চিৎ তত্ত্ব।

জীবাত্মা ও কৃষ্ণ, উভয়েই চিৎস্বরূপ। অর্থাৎ উভয়েই চিৎবস্তু বলে একই। কিন্তু উভয়ের ভেদ এই যে, সমস্ত চিন্ময় গুণ জীবাত্মার স্বরূপে অণু রূপে আছে এবং শ্রীকৃষ্ণে বিভু রূপে বা ব্যাপকরূপে আছে। জীবের মধ্যে অণু পরিমাণে যে চিন্ময় গুণগুলি আছে তা প্রকাশিত হবে যখন জীব শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ লাভ করে। জড়জাগতিক বুদ্ধিতে তার সেই গুণ প্রকাশিত হবে না। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জীব শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ লাভ করে। যদিও বা শ্রীকৃষ্ণের গুণ শুদ্ধ জীবের মধ্যেও অণু পরিমাণে বিদ্যমান বলা হয়, তবুও পঞ্চাশটি গুণ ব্রহ্মার মধ্যে, ষাটটি গুণ নারায়ণের মধ্যে, চৌষট্টিটি গুণ কৃষ্ণের মধ্যে বিদ্যমান। অর্থাৎ আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দের চারটি গুণ অধিক–রূপমাধুরী, বেণুমাধুরী, লীলামাধুরী ও প্রেমমাধুরী।

**গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তম্ অহং ভজামি**—সেই আনন্দময়, চিন্ময়, শাশ্বত শোভমান পরম রূপ সমন্বিত আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দের আমি ভজনা করি।

**অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-**
**মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ**
**বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ**
**গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।।৩৩।।**

বেদেরও অগম্য, কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। তিনি অদ্বৈত, অনাদি, অনন্তরূপ, সবার আদি, পুরাণ পুরুষ হয়েও সর্বদা নবযৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ।।

**অদ্বৈতম্ অচ্যুতম্**—অদ্বৈত বলতে বোঝায় অদ্বয় জ্ঞান অখণ্ড তত্ত্ব। গোবিন্দ হচ্ছেন অদ্বৈত অর্থাৎ তাঁর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রূপে দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তাঁর থেকে অনন্ত ব্রহ্ম প্রভা বা জ্যোতি বেরিয়ে এলেও তিনি একই থাকেন। তাঁর অংশ রূপে পরমাত্মা প্রকাশিত হলেও তিনি অখণ্ড।

গোবিন্দ হচ্ছেন অচ্যুত। তাঁর স্বাংশ রূপে কোটি কোটি অবতার প্রকাশিত হলেও তিনি সম্পূর্ণই থাকেন। তাঁর বিভিন্নাংশ রূপে অনন্ত কোটি জীব নিঃসৃত হলেও তিনি পরমপূর্ণ। অচ্যুত বলতে বোঝায় পরিপূর্ণ সর্বার্থ। তাঁর কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। তাঁর কোনও ক্ষয়ক্ষতি নেই। তাঁর কোনও খরচ বা ঘাটতি নেই। তাঁর কোনও বিচ্ছিন্নতা বা বিয়োগ নেই। তিনি যা বলেন, তাই করেন। তাঁর সংকল্প তিনি বিকৃত করেন না। তিনি যাঁকে যে কথা দেন, তা কখনও খেলাপ করেন না। তাই তিনি অচ্যুত। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন, মহাপ্রলয়েও যাঁর ভক্তদের বিচ্যুতি ঘটে না, তিনি অচ্যুত।

**অনাদিম্ অনন্তরূপম্**—অনাদি বলতে বোঝায় যাঁর আদি নেই, যাঁর জন্ম নেই, যাঁর সৃষ্টি নেই। সমগ্র সৃষ্টির আগেও তিনি বিদ্যমান। তাঁর থেকে সবকিছু সৃষ্টি। তাঁর থেকে সব কিছু বিস্তার। তিনি স্বয়ং কোথাও কোথাও জন্মলীলা প্রকাশ করলেও তিনি অনাদি।

অনন্ত বলতে বোঝায় তাঁর কোনও অন্ত বা শেষ নেই। অনন্ত রূপ। তাঁর রূপও অনন্ত, লীলাও অনন্ত, তাঁর অবতারও অনন্ত, অসংখ্য। তাঁর শক্তিও অনন্ত। গোবিন্দ জন্মলীলা প্রকাশ করলেও যেমন অজ বা অনাদি, তেমনই প্রকটলীলা অপ্রকট করেও তিনি অনন্ত, অমর, অশেষ। অন্ত বলতে বোঝায় শেষ, সীমা, বদ্ধতা। কিন্তু, অনন্ত বলতে বোঝায় অসীম। তাঁর শেষ নেই। তাঁর কোন বদ্ধতা নেই।

**আদ্যম্ পুরাণ পুরুষম্ নবযৌবনম্ চ**—আদ্য বলতে বোঝায় প্রথম, মুখ্য, কারণ, সবার আদি, সর্ব কারণের কারণ।

পুরাণ পুরুষ বলতে বোঝায় যে, ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি প্রভৃতির পূর্বেও বর্তমান। সেই আদি পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দ।

নব যৌবন বলতে বোঝায়, নতুন যৌবন বয়স। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ সবার চেয়ে আদি হলেও, সৃষ্টির আগে তিনি থাকলেও তিনি বৃদ্ধ নন, তিনি নব যৌবন সম্পন্ন। তিনি অনন্ত অসংখ্য কোটি কোটি বর্ষ ধরে থাকলেও তিনি চির কিশোর রূপ সম্পন্ন। তিনি কেবল কিশোর বা যৌবন রূপ সম্পন্ন হয়ে স্থিত নন, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নতুন রূপে, নব নবায়মান রূপে যৌবন সম্পন্ন। জরা, বার্ধক্য, অবসন্নতা তাঁর মধ্যেই নেই। তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর নিত্য সমুজ্জ্বল মনোহর নব নবায়মান রূপ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। শ্রীগোবিন্দ সনাতন পুরুষ হয়েও নিত্য নব যৌবন সম্পন্ন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ বিরুদ্ধ গুণযুক্ত হলেও সেই গুণগুলি সর্বত্র অচিন্ত্য শক্তিতে সামঞ্জস্য সমন্বিত। তাঁর সুন্দর মুরলীধর শ্যাম ত্রিভঙ্গ রূপ সব সময়ই নব যৌবন সম্পন্ন। চিন্ময় জগতে অতীত ও ভবিষ্যৎ নেই। সেখানে নিত্য বর্তমান কালই বিরাজমান। জড় জগতে জীবের জ্ঞানবৃত্তি মায়িক বা জড়। সব সময়ই দেশ-কাল প্রভৃতি দোষে দূষিত হয়ে জড় জগতের জীব মায়িক ভাব পরিত্যাগ করতে পারে না। জড় বদ্ধ জীবের জ্ঞানবৃত্তি যদি চিন্ময় বস্তু উপলব্ধি না করে তবে আর কোনও বৃত্তি নেই যাতে তার শুদ্ধ চিন্ময় বিশেষের অনুভব হবে। সেই জন্য ব্রহ্মা বলছেন সেই চিন্ময় ব্যাপার বেদের অগম্য।

**বেদেষু দুর্লভম্**—বেদ হচ্ছে শব্দমূলক এবং শব্দ হচ্ছে প্রকৃতিমূলক। সুতরাং বেদ সরাসরি চিন্ময় গোলোক ধাম দেখাতে পারেন না। বেদ যখন চিৎ শক্তিতে ভাবিত হন, তখনই শ্রীভগবান প্রসঙ্গে কিছু কিছু কথা বলেন।

**অদুর্লভম্ আত্ম ভক্তৌ**—একাত্ম ভক্তিতে সেই সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ উপলব্ধ হয়। ভক্তির আনন্দদায়িনী বৃত্তি অসীম। তা শুদ্ধ চিদ্‌জ্ঞানময়ী। সেই জ্ঞান, সেই ভক্তির সঙ্গে একাত্মভাবে অর্থাৎ নিজের পৃথক জ্ঞানত্বের পরিচয় না দিয়ে, কেবল ভক্তির পরিচয়ে কেউ গোলোক তত্ত্বকে আবিষ্কার করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি। (গীতা) শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা কেউ আমাকে জানতে পারে।

**গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তম্ অহম্ ভজামি**—শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

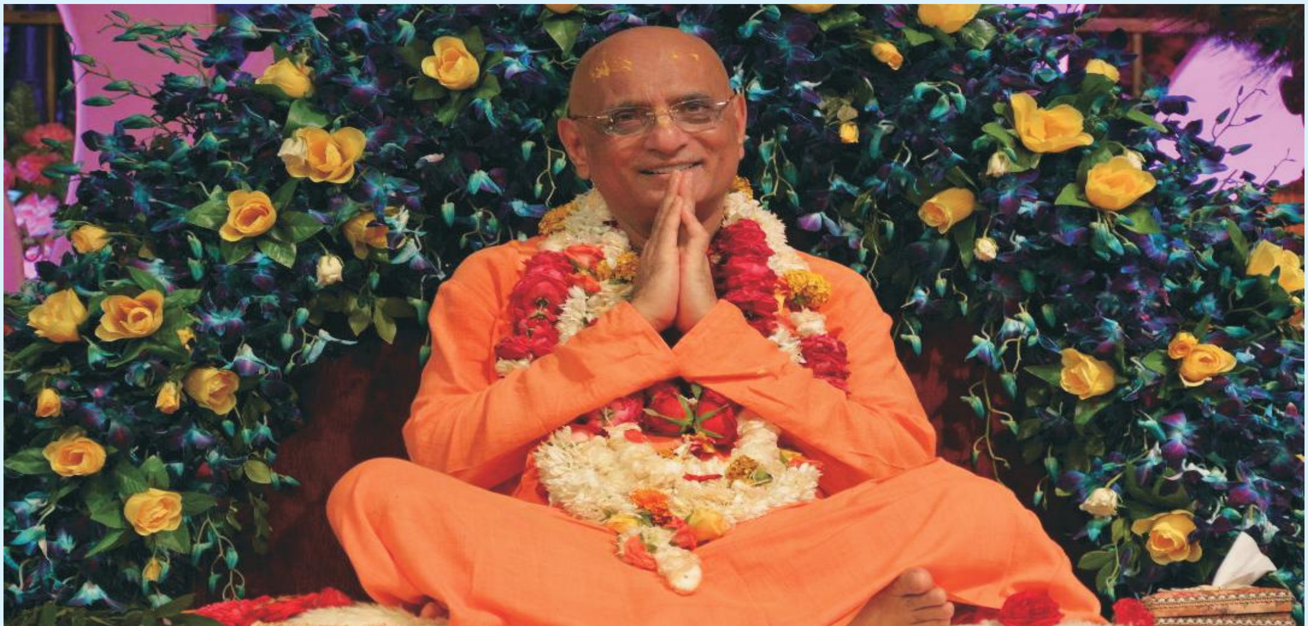

# শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের প্রস্থান ইসকন তথা বিশ্বের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি

মায়াপুর ভয়েস

শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ একজন প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক গুরু ইসকনের জিবিসি এবং ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের এক অতি প্রিয় শিষ্য গত ৪ঠা জুলাই ২০২০তে এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করলেন।

তাঁর এই তিরোধানের খবর সারাবিশ্বব্যাপী তাঁর আরোগ্য কামনায় ঐকান্তিক প্রার্থনারত ভক্তদের কাছে এক মর্মান্তিক বেদনা এবং অপরিমেয় আঘাত বহন করে আনে। এক গৌরবময় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকালে, শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ বলেন, শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ তাঁর কথা, কাজ এবং ভাবনা দিয়ে সর্বতোভাবে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করেছেন। শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ আরও বলেন যে, আমরা গভীর এবং ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করেছিলাম, সর্বোত্তম চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছিল যাতে শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন থাকেন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীল প্রভুপাদ তাকে অন্য সেবার জন্য ডেকে নেন। তিনি এই ঘটনাটিকে তাঁর ব্যক্তিগত এবং ইসকনের অপূরণীয় ক্ষতি বলে বর্ণনা করেন। হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত প্রবীণ নেতারা এই মহাত্মার তিরোধানে সমগ্র বিশ্বের প্রতি তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। তাঁর তিরোধানের পরবর্তী কয়েকটি দিন অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়।

এই হৃদয় বিদারক সংবাদটি ঘোষণা করে ইসকন জিবিসির এক্সিকিউটিভ কমিটি বলে, "আমরা গভীর মর্মবেদনার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, আমাদের প্রিয় গুরুভাই এবং শ্রীল প্রভুপাদের এক প্রিয়তম শিষ্য শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করেছেন।"

তরুণ ভক্ত হিসাবে তাঁর প্রথম দিকের দিনগুলি থেকেই মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত এবং অন্তরঙ্গ সেবা সম্পাদন করার অসাধারণ সুযোগ পেয়েছিলেন। এবং তখন থেকেই শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ তাঁর জীবনটিকে তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীচরণকমলে সেবার নিমিত্তে অর্পণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে এমন কোন সেবা ছিল না যেটি মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করেননি। প্রথম সাক্ষাৎকারের নির্দেশানুসারে মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের রচিত সকল গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন, যেটি শ্রীল প্রভুপাদের মাতৃভাষা ছিল। পরমারাধ্য গুরুদেবের এই লালিত্যময় আদেশ পালন করার জন্য মহারাজ বহু সময় ধরে কঠিন পরিশ্রম করেন। মধ্যরাত্রে ঘুম থেকে উঠে অতিযত্নের সঙ্গে তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেবের মুখ নিঃসৃত বাণীগুলির যথাযথ অনুবাদ করেন।

মহারাজ জিবিসির এক অতি সক্রিয় সদস্যরূপে সেবা সম্পাদন করেন, তিনি একজন দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী তাঁর অনেক উৎসর্গ প্রাণ শিষ্য বর্তমান। তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতটিকে সমাজের সকল স্তর যেমন সাধারণ বাংলার গ্রাম থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পর্যন্ত সর্বত্র বিতরণ করেছেন। মহারাজ ইসকন নেতৃবৃন্দকে প্রশাসনিক কাজে এবং আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে

উৎসাহ প্রদান করেছেন, তিনি ইসকনের বহু প্রকল্পকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং সমাজের অতি অসহায় সদস্যদের কল্যাণার্থে সর্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

মহারাজের একটি অবিস্মরণীয় অবদান হচ্ছে "অভয় চরণ" এক দূরদর্শন ধারাবাহিক যা সমগ্র পৃথিবীবাসীর কাছে অভুতপূর্ব মাত্রায় শ্রীল প্রভুপাদের গৌরবময় লীলাপূর্ণ জীবনকাল প্রকাশ করে। অতি সাম্প্রতি কালে মহারাজ পুনরায় তাঁর গুরুদেবের মাহাত্ম্যকে উচ্চমাত্রা দেবার জন্য পবিত্র নগর উজ্জয়িনীতে এক বিস্ময়কর মন্দির এবং ভক্ত সম্প্রদায় গঠন করেন।

মহারাজের মধুময় কণ্ঠস্বর আমাদের বহু আচার্যের রচিত গীতগুলিকে অমর করে দিয়েছে বিশেষ করে তাঁর গাওয়া শ্রীমদ্ভাগবতমের দশম স্কন্ধের গোপীদের বিরহের গান আমাদের কানে সর্বদা গুনগুন করে বাজতে থাকে।

তাঁর উচ্চ পদমর্যাদা, বহু গুণাবলী কি আধ্যাত্মিক জগত বা জড় জগত উভয়েই থাকা সত্ত্বেও মহারাজ বিনয়ী এবং প্রেমময়। মহারাজের এক প্রিয় লীলা ছিল স্বহস্তে রন্ধন এবং ভক্তদেরকে সেই প্রসাদ বিতরণ।

তাঁর প্রতিটি সেবার ক্ষেত্রে তাঁর বিনয়ীভাব এবং সমৃদ্ধ প্রকৃতির কারণে মহারাজের রন্ধন সেবা পরমশুদ্ধ এবং ভক্তিপ্লুত ছিল।

এই রকম এক পরমবৈষ্ণবের বিরহ যা প্রকাশের কোন সান্ত্বনা বাক্য নেই কিন্তু আমরা এটি জেনে সান্ত্বনা পেতে পারি যে, শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ কিভাবে সর্বক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদের সেবা এবং তাঁর লক্ষ্য পূরণে গভীরভাবে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। নিঃসন্দেহে এখন তিনি তাঁর পরম আরাধ্য গুরুদেবের সেবাটি তাঁর নির্দেশ অনুসারে নিরন্তর সম্পাদন করতে পারবেন।

মহারাজ যেমন প্রায়ই গোপীদের কথা দিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্তন করতেন। আসুন, আমরা মহারাজকে এক পরম উদার বৈষ্ণব হিসাবে স্মরণ করি যিনি শ্রীল প্রভুপাদের অনুগামীদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনে চিরকাল উৎসাহিত করবেন।

**তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।**
**শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।**

"তোমার কথামৃত এই জড়জগতের তাপ ক্লিষ্ট জনগণের জীবন স্বরূপ। বিদগ্ধ মহাজনেরা তার বর্ণনা করেন এবং তা শ্রবণের ফলে মানুষের পাপ দূর হয়ে যায় এবং সৌভাগ্যের উদয় হয়। বিস্ময় শক্তিতে পূর্ণ তোমার মহিমা যারা সারা জগত জুড়ে প্রচার করেন তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা"।

শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ১৯৪৫ সালে এক সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশবকাল শহর কোলকাতায় অতিবাহিত হয় এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯৭০ সালে জার্মানিতে গমন করেন, তিনি যে মুহূর্তে শ্রীল প্রভুপাদের রচিত গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'র সংস্পর্শে আসেন তিনি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর সন্ধান পেয়ে গেছেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের

মায়াপুরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যোগদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার হয় ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত কুম্ভ মেলাতে। শুধুমাত্র প্রথম সাক্ষাৎকারেই শ্রীল প্রভুপাদ তাকে নিম্নলিখিত নির্দেশটি দেন ঃ তাঁর সমস্ত গ্রন্থ সমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে এবং তিনি ভারতীয় বিষয়ে তাঁর সচিব এর স্থলাভিষিক্ত হন। তাকে ১৯৭৭ সালের গৌরপূর্ণিমাতে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রথম এবং দ্বিতীয় দীক্ষা প্রদান করা হয়। তাঁর অনতিকাল পরেই বৃন্দাবনে স্নানযাত্রা উৎসবের সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি ১৯৮৯ এবং ২০১৭ সালে জিবিসির সভাপতি হিসাবে সেবা করেন। মহারাজ অবিরামভাবে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ সমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে থাকেন এবং ১৯৯৬ সালে শ্রীল প্রভুপাদের শতবর্ষ আবির্ভাবের পূণ্য তিথিতে তা পূর্ণ সমাপ্ত করেন।

> আমার অনুভব হচ্ছে যে, আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অংশ এবং আমার জীবনের পরম লক্ষ্য হলো তাঁর সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন করা যা শুধুমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার ফলে সম্ভব, যিনি আমাকে হাতে ধরে সেই সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করেছেন। আমি জানি যে, আমি শুদ্ধতার প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়েছি এবং তা প্রাপ্ত করার একমাত্র পন্থা হলো বিচ্যুতিহীন অবস্থায় নিরন্তর প্রগতি করা।

তারপর তিনি অভয়চরণ নামে পারমার্থিক জীবন কথার দূরদর্শন ধারাবাহিক রচনা, গ্রন্থনা এবং প্রকাশনাতে নিজেকে পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন। এই ধারাবাহিকটি ১০০টি পর্বে ভারতবর্ষের জাতীয় দূরদর্শনে দেখানো হয় এবং তা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সেটি ৪০ লক্ষ দর্শকের কাছে পৌঁছে যায়। ধারাবাহিকটি অনবদ্যভাবে এবং সুচারু রূপে শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র জীবন এবং সাফল্যকে তুলে ধরেছে।

তারপর তিনি ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে উজ্জয়িনীতে ইসকন প্রকল্পটির বিকাশের উদ্দেশ্যে রওনা হন, এই সেই স্থান যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতা বলরাম এবং সখা সুদামা

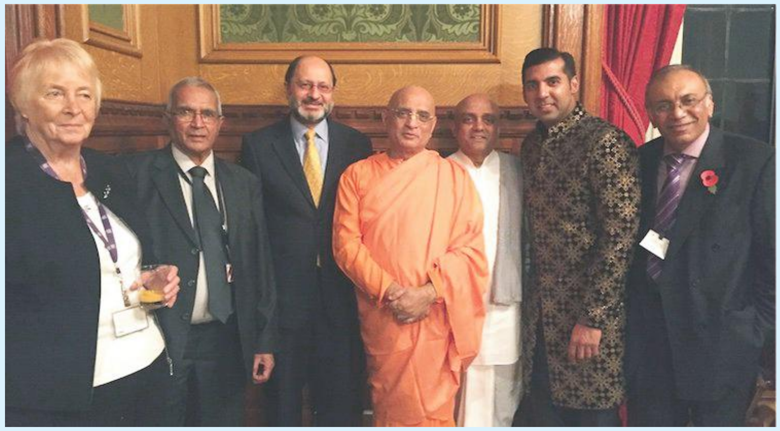

সান্দিপনী মুনির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মহারাজের নেতৃত্বে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাত্র দশমাসের মধ্যে মর্মর প্রস্তরের এক অনবদ্য মন্দির নির্মিত হয়। সেই এলাকার আবাসিক জিবিসি হওয়ার সুবাদে তিনি প্রকল্পটির বিকাশ সাধনে অবিরত থাকেন এবং মধ্যপ্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকাতে প্রচার কার্য করতে থাকেন।

শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ইসকন উজ্জয়িনী মন্দির প্রত্যহ ২৩০০০ এরও বেশী স্কুল ছাত্রকে কৃষ্ণ প্রসাদ খাওয়ায়। এই খাদ্য প্রকল্পটিকে সহায়তা প্রদান করার জন্য মহারাজ ৬০০০ বর্গফুট (৫৬০মি.) সম্বলিত একটি বাণিজ্যিক রন্ধনশালা প্রস্তুত করেন। তিনি ইসকনের মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প অন্নামৃত ফাউন্ডেশনের সভাপতি ছিলেন, যে প্রকল্পটি সমগ্র ভারতবর্ষে ১৭ লক্ষ ছেলেমেয়েদের খাদ্য বিতরণ করে।

তিনি উজ্জয়িনীতে একটি দপ্তরের প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে অনুপম সুসজ্জিত সিংহাসন, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, বিগ্রহের পোশাক ভক্তদের জন্য এবং ইসকন মন্দিরের জন্য তৈরী করা হয়।

২০১৩ সালে শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ পশ্চিমবঙ্গের পানিহাটীতে ইসকনের একটি নতুন মন্দির নির্মাণের দিগদর্শন এবং বিকাশ সাধন করেন। পানিহাটী গৌড়িয় বৈষ্ণব ঐতিহ্যের এক সুমহান স্থান যেখানে রাঘব পণ্ডিতের গৃহ এবং শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু এখানে বিখ্যাত দধিচিড়া লীলা উৎসব পালন করেন।

২০১৪ সালে তিনি উজ্জয়িনীতে আরোগ্য নিকেতন নামে একটি ঐতিহ্যবাহী এবং খাঁটি আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেই একই বছরে তিনি অর্থ ফোরামে যোগদান করেন এবং তিনি বিশ্বব্যাপী শিল্পপতি শ্রোতাকুলের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিকতার মূল ভাবটির ওপর বক্তৃতা প্রদান করতে থাকেন। শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ বহুবার পরিচালন ক্ষেত্রে, সম্প্রদায় গঠনে এবং সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। তিনি প্রধান বক্তা হিসাবে সমগ্র বিশ্বের বিখ্যাত বিখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলিতে (MIT বোস্টন, IIM's এবং IIT) মহামূল্য বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ আই-ফাউন্ডেশন নামে যুক্তরাজ্যে একটি হিন্দু দানশীল সংস্থা স্থাপন করেন।

২০১৬ সালে শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ এক অপূর্ব স্মৃতিচারণা, ''করুণাসিন্ধু- অন্বেষণের পূর্ণতা'' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন যেখানে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ ভাব বিনিময়ের গাথা সমূহ বর্ণনা করেছেন। এই বইটিতে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, কিভাবে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে প্রকৃত ভাব এবং ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, যিনি তাকে কৃষ্ণভক্তির জীবন দান করেছিলেন এবং সেটিকেই তিনি প্রকৃত ''করুণাসিন্ধু'' বলে ব্যক্ত করেছেন।

১৭ই নভেম্বর ২০১৬ সালে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সামাজিক বিকাশ সংস্থান, নিউইয়র্কের বিশেষ কনসালটেটিভ স্টোর্স আর্থ এবং সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) একটি NGO যারা বিশ্বে শান্তির উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক বাণী এবং দেশ ও জাতীর মধ্যে মেল বন্ধনের বোধগম্যতা প্রচারে শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের অপরিসীম অবদানের জন্য তাঁর প্রতি পরম শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তিনি ফ্লোরিডার ডে ল্যাণ্ডে ''বেদ ফাউণ্ডেশন এবং গোরক্ষা'' নামে একটি প্রকল্প স্থাপন করেন। এটির উদ্দেশ্য হলো পাশ্চাত্যে ভ্রাম্যমান কৃষক সম্প্রদায় এবং দৃশ্য মাধ্যমের সহায়তায় বৈদিক সংস্কৃতি এবং জ্ঞানকে সরলভাবে ব্যাপক প্রচার করা।

শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ নিরন্তর শ্রীধাম মায়াপুর, বাংলাদেশ, কোলকাতা, উজ্জয়িনী, উড়িষ্যা, সীয়াটেল এবং ডিল্যাণ্ড ফ্লোরিডার ভক্ত সম্প্রদায়কে নিরন্তর উৎসাহ এবং মার্গ দর্শন করতে থাকেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যুক্তরাজ্যে, পশ্চিম ইউরোপে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে, সংযুক্ত আরব আমীর শাহিতে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে এবং অষ্ট্রেলিয়াতে নিরলস ভাবে দীর্ঘ ৪২ বছর পরিভ্রমণ করেন এবং উৎসাহ দাতা ও নির্দেশক হিসাবে তাঁর শিক্ষা দ্বারা হাজার হাজার মানুষের জীবনকে কৃষ্ণভক্তে রূপান্তরিত করেন।

তিনি তাঁর রচিত ''করুণা সিন্ধু'' গ্রন্থে লেখেন,

''সেই দুই মাস চল্লিশ বছরে পরিণত হয়েছিল কিন্তু এক লহমায় কেটে গেছে এবং শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকি কৃপায় আমার জীবন পূর্ণতা লাভ করেছে। আমার অনুভব হচ্ছে যে, আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অংশ এবং আমার জীবনের পরম লক্ষ্য হলো তাঁর সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন করা যা শুধুমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার ফলে সম্ভব, যিনি আমাকে হাতে ধরে সেই সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করেছেন। আমি জানি যে, আমি শুদ্ধতার প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়েছি এবং তা প্রাপ্ত করার একমাত্র পন্থা হলো বিচ্যুতিহীন অবস্থায় নিরন্তর প্রগতি করা।''

তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেবের দৃষ্টান্তমূলক সেবক, সমগ্র বিশ্বের হাজার হাজার ভক্তের নিরন্তর উৎসাহ দাতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক শুদ্ধ ভক্ত শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ তাঁর হাজার হাজার ভক্তের এবং আগামী প্রজন্মের তাঁর প্রেমীদের হৃদয়ে চিরকাল নিবাস করবেন।

# ডঃ ব্যাঙের গবেষণা

**শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক প্রবন্ধ হতে সংগৃহীত**

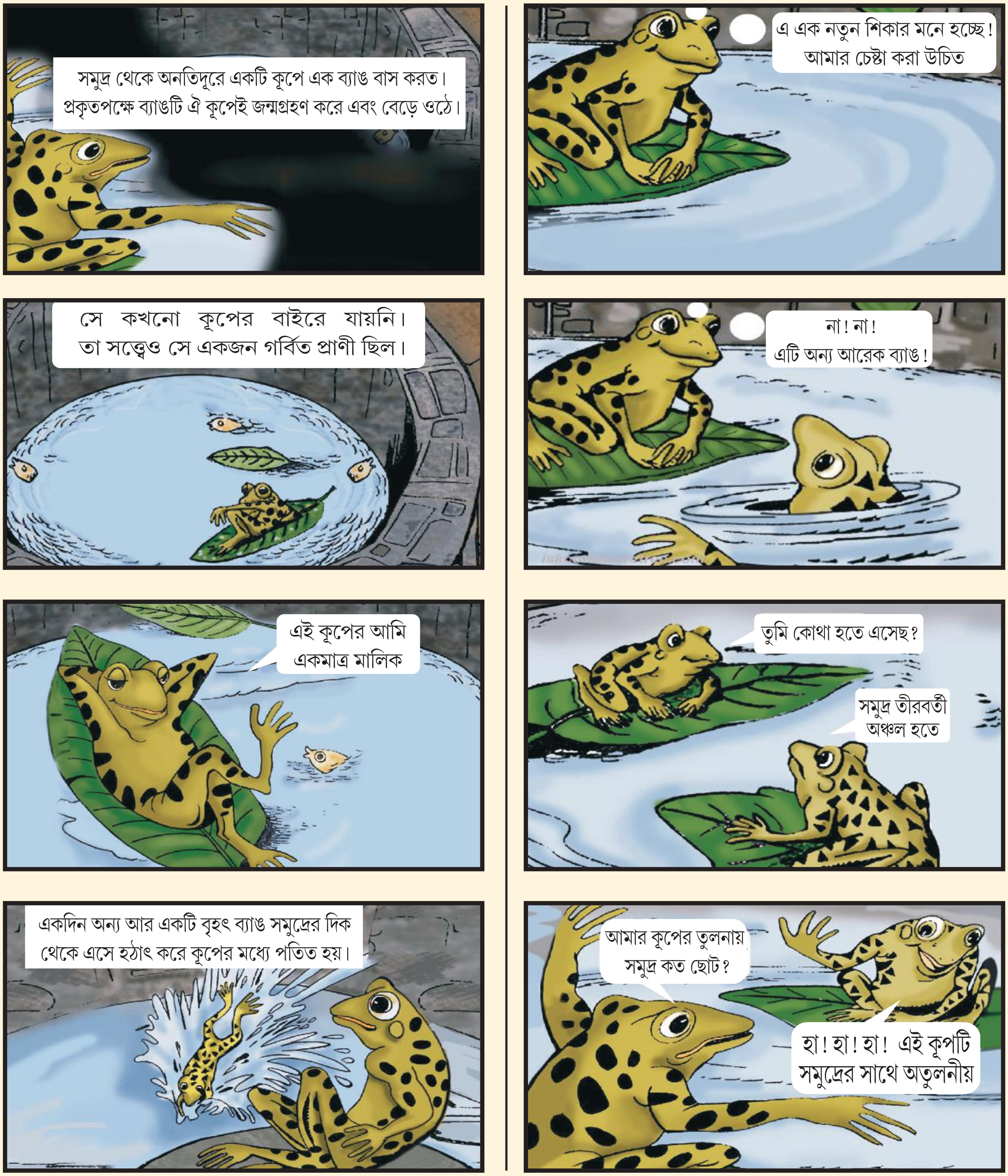

**তাৎপর্য ঃ** এই জড়জগতেও বহু ভণ্ড পণ্ডিত বর্তমান যারা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বোত্তম বলে তুলে ধরে কিন্তু পরিশেষে তা প্রমাণে ব্যর্থ হয়। শেষে তারা পারমার্থিক সেবাকে অন্যান্য সেবার সঙ্গে সমান প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তারা অতি উচ্চজ্ঞানী ডঃ ব্যাঙের মতো আচরণ করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক সেবা সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি বাস্তবতা থেকে সুদূরবর্তী।

# মিথ্যা কথা নয়

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব

**মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা**
**ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।**
**তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং**
**তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্।।**

সেই সব কথা মিথ্যা বলে জানো
নাই প্রয়োজন তার।
যে কথার মাঝে শ্রীহরি মেলে না
অযথা জীবন ভার।।
জনম মরণ মাঝে কতক্ষণ
কাটিবে তোমার দিন।
তাতে কত কথা পচাল পাড়িয়া
আয়ুটুকু হলো ক্ষীণ।।
কৃষ্ণ নাম গুণ রূপ লীলা রস
কেবল বলো রে ভাই।
তবে সত্য জানো মঙ্গল বিধান
বাকি সব মিথ্যা ছাই।।

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোহনুগীয়তে।।

হরি যশো গাথা যদি সর্বদা
এই সংসারে হয়।
দুঃখ যাতনার অগাধ বারিধি
অচিরে শুষ্ক হয়।।
মানস বৃত্তির মহোৎসব ঘটে
নব নব রুচিপ্রদ।
রমনীয় যত ভগবত কথা
পরমানন্দপ্রদ।।
নিত্য মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন
বোঝে না মূর্খ লোক।
ভব সংসারে মায়া মোহে পড়ি
ভুগিছে দুঃখ শোক।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে, কোভিড-১৯ এর কারণে ভগবৎ-দর্শন এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

হরেকৃষ্ণ, এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের গ্রাহক ভিক্ষা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করুন।

**Name: ISKCON, Account No : 005010100329439**
**AXIS BANK (Kolkata Main Branch)**
**7 Shakespeare Sarani, Kolkata, IFSC : UTIB0000005**

ভগবৎ-দর্শন এবং হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ।

## আজই সংগ্রহ করুন

কয়েক হাজার নিদারুণ প্রশ্ন এবং সহজ সুন্দর উত্তর সম্বলিত অত্যন্ত আকর্ষণীয় গ্রন্থ

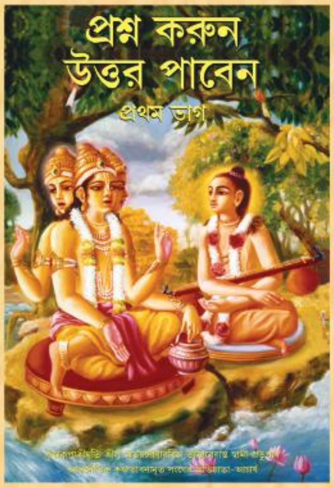


# প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন

(প্রথম ভাগ)

তাকালেই পেতে চাইবেন

এই গ্রন্থটিতে রয়েছে আপনার সত্যজিজ্ঞাসু মনের মণিকোঠায় জেগে ওঠা হরেক প্রশ্নের সমাধান!

* প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশনার পথে!

রোমাঞ্চকর কাহিনীতে ভরপুর সর্বজনপ্রিয় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দশম স্কন্ধের অতুলনীয় সারমর্ম রচনা

# লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ

বহুবর্ণ চিত্রাবলীযুক্ত শ্রীভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের অপূর্ব কাহিনী সমন্বিত এই লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থ পাঠক-মনকে অপ্রাকৃত আনন্দময় লোকে নিয়ে যাবে।

* এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন আপনার নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্র কিংবা সংকীর্তন প্রচার বাসগুলোতে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ৭৪১৩১৩